১

সাধু ইগ্নাসিউসের পত্রাবলি

এফেসীয়দের কাছে ইগ্নাসিউসের পত্র

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত,
—যে মণ্ডলী পিতা ঈশ্বরের পরিপূর্ণতায় আশিসধন্যা,

সাধু ইগ্নাসিউস ছিলেন সিরিয়ায় অবস্থিত আন্তিওখিয়ার ধর্মাধ্যক্ষ। ১০৭ সালে, খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে রোম-সাম্রাজ্যের নির্যাতনকালে তিনি শেকলাবদ্ধ অবস্থায় সিরিয়া থেকে রোমে স্থানান্তরিত হন। যাত্রাপথে শহরে শহরে বিভিন্ন স্থানীয় মণ্ডলীর ভাই-বোনেরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে; তারা জানত, এমনকি ইগ্নাসিউস নিজেই জানতেন, রোমে পৌঁছে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ইগ্নাসিউসকে বন্যজন্তুর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

পত্রগুলিতে ইগ্নাসিউস নিজ মনের কথা ব্যক্ত করেন। এতে আমরা খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি, এবং খ্রীষ্টবিশ্বাসের বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্যমর হবার আকাংক্ষা দেখতে পাই যা সত্যিই প্রেরণাদায়ী।

ঐশতত্ত্ব ক্ষেত্রে ইগ্নাসিউস অসাধারণ অধিকার প্রকাশ করেন: প্রাক্তন সন্ধির সঙ্গে তিনি নিশ্চয় পরিচিত, কিন্তু অন্যান্য প্রৈরিতিক পিতৃগণ অপেক্ষা তিনি নিজের পত্রগুলোতে প্রাক্তন সন্ধির হোক কি নবসন্ধির হোক সেগুলোর বাণী তত প্রয়োগ করেন না, কেননা তাঁর মতে প্রাক্তন সন্ধি হল খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের ভিত্তিস্বরূপ মাত্র যাতে বসে থাকলে চলবে না; এবং নবসন্ধি নিজের জীবনেই বাস্তবায়িত করা চাই। আর আসলে তাঁর পত্রগুলো পড়ে আমরা স্বচক্ষেই যেন দেখতে পাই তাঁর সমস্ত স্বভাবে ও স্বরূপে খ্রীষ্টীয় মনোভাব গভীরতম রেখা পাত করেছে, যার ফলে তাঁর সমস্ত কথা অধিক প্রেরণাদায়ী ও সৃজনশীল হয়ে ওঠে। সত্যিই তাঁর কথায় ও জীবনে ঈশ্বরের বিষয়ে তাঁর জ্বলন্ত অভিজ্ঞতা আপনা আপনিই ব্যক্ত হয়; আর সম্ভবত ঠিক একারণেই তাঁর পত্রগুলো সর্বকালের খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের কাছে অতুলনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করে এসেছে ও করে আসছে।

ক্লেমেন্টের মত তিনিও খ্রীষ্টমণ্ডলীর একাত্মতার জন্য খুবই চিন্তিত, কেননা ঠিক সেই সময়েই খ্রীষ্ট সংক্রান্ত যথেষ্ট ভ্রান্তমত দেখা দিতে শুরু করেছিল যেগুলো খ্রীষ্টের দেহকে (অর্থাৎ মণ্ডলীকে) ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করছিল। এবিষয়ে তিনি খ্রীষ্টের দেহধারণটা সর্বোচ্চ রহস্য বলে বোধ করেন, এমন রহস্য যা ঈশ্বরের নীরবতায় সাধিত হয়েছিল: পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে স্বরূপে এক হয়ে থেকেও খ্রীষ্ট সত্যিই প্রকৃত মানুষ হলেন; আর তিনি যে প্রকৃত মানুষ একথা তাঁর মাংসে, রক্তে, যন্ত্রণাভোগে ও পুনরুত্থানে প্রমাণিত; যাঁরা যোহন-রচিত সুসমাচার ও যোহনের পত্রাবলির সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা অবশ্যই যোহনের সঙ্গে ইগ্নাসিউসের ভাষাগত ও ঐশতাত্ত্বিক মিল প্রত্যক্ষ করবেন। খ্রীষ্টীয় জীবনও একাত্মতা দ্বারা চিহ্নিত, কেননা খ্রীষ্টবিশ্বাসী খ্রীষ্টের সঙ্গে এবং তাঁর মাংস ও তাঁর রক্তের সঙ্গে একাত্ম; সাক্ষ্যমরণের মধ্য দিয়ে তাঁর যন্ত্রণাভোগের সঙ্গেও একাত্ম; এবং অনন্ত জীবনের প্রত্যাশায় তাঁর পুনরুত্থানের সঙ্গেও একাত্ম। কিন্তু তেমন একাত্মতা মনের ব্যাপারও শুধু নয়, ব্যক্তিগত একাত্মতাও শুধু নয়, বরং সেই একাত্মাতা তাঁর দেহ অর্থাৎ খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে একাত্মতায়ই বাস্তবায়িত, কেননা মণ্ডলী থেকে যে বিচ্ছিন্ন সে পিতা ও খ্রীষ্ট থেকেও বিচ্ছিন্ন। আবার, মণ্ডলীর সঙ্গে সেই একাত্মতা অনুভূতির ব্যাপরও নয়, বরং ভ্রাতৃপ্রেমে ও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্যতায় প্রতিফলিত হতে হবে, যেহেতু মাংসে আগত খ্রীষ্টই ভ্রাতৃপ্রেম ও বাধ্যতার আদর্শ। এবিষয়ে ইগ্নাসিউস বিশেষভাবে ও পদে পদে ধর্মাধ্যক্ষদের কথাই তুলে ধরেন, কেননা তাঁর মতে ধর্মাধ্যক্ষই হলেন মণ্ডলীর একাত্মতার রক্ষক ও কেন্দ্রস্বরূপ, তিনিই মণ্ডলীর

অনাদিকাল থেকেই নিত্য ও অপরিবর্তনীয় গৌরবের উদ্দেশে পূর্বমনোনীতা,
প্রকৃত যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে
পিতা ও আমাদের ঈশ্বর সেই যীশুখ্রীষ্টের ইচ্ছা অনুসারে একতাবদ্ধ ও মনোনীতা—
এশিয়ার এফেসসে স্থিত সেই আশিসযোগ্য মণ্ডলীর সমীপে:
যীশুখ্রীষ্টে ও তাঁর পূর্ণ আনন্দে শুভেচ্ছা!

১। আমি তোমাদের মণ্ডলীর নামের অর্থ ভাবি; এমন নাম যা ঈশ্বরে আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় [ক], যে নাম আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাস ও ভালবাসা অনুসারেই তোমরা তোমাদের উত্তম স্বভাব দ্বারাই অর্জন করেছ। তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী, ও ঈশ্বরের রক্তে জ্বলন্ত হয়ে উঠে প্রশংসনীয় একটা ভ্রাতৃকর্ম সাধন করেছ। [২] কেননা তোমরা যখন শুনেছ, খ্রীষ্টনামের ও খ্রীষ্ট-আশার খাতিরে বন্দি এ আমি সিরিয়া থেকে এ স্থান হয়েই যাত্রা করব, তখন তৎপরতার সঙ্গেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ। আর আমি পূর্ণ ভরসা রাখি যে, তোমাদের প্রার্থনা লাভে আমাকে রোমে হিংস্র পশুদের সঙ্গে লড়াই করতে দেওয়া হবে, যেন প্রকৃত শিষ্য হতে সক্ষম হতে পারি।

[৩] সেজন্য আমি অবর্ণনীয় ভালবাসার মানুষ ও তোমাদের ধর্মাধ্যক্ষ সেই অনেসিমকে গ্রহণ করে ঈশ্বরে তোমাদের গোটা মণ্ডলীকেও গ্রহণ করেছি। আমি তোমাদের অনুরোধ করি: তোমরা তোমাদের ধর্মাধ্যক্ষকে যীশুখ্রীষ্টের খাতিরেই ভালবাস, তাঁর সদৃশ হওয়ায় সকলে এক হও। আহা, যিনি তেমন ধর্মাধ্যক্ষকে পাবার যোগ্যতা তোমাদের দিয়েছেন, তিনি ধন্য!

২। আমার সহভ্রাতা বুর্‌রো সম্বন্ধে, যিনি পরমধন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে তোমাদের পরিসেবক, আমি ভিক্ষা করি, তিনি যেন তোমাদের ও তোমাদের ধর্মাধ্যক্ষের সম্মানার্থে আমার সঙ্গেই থাকতে পারেন [খ]। ঈশ্বরের যোগ্য ও তোমাদেরও যোগ্য সেই ক্রকোসও [গ], যাঁকে আমি তোমাদের ভালবাসার দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করেছি,

---

মধ্যে খ্রীষ্টের উপস্থিতির ও পিতার ভালবাসার সাক্ষী। ধর্মাধ্যক্ষদের ভূমিকার উপর ইগ্নাসিউসের তেমন জোর দেওয়ার ফলেই সেকালের মণ্ডলী ভ্রান্তমত থেকে রক্ষা পেয়ে অবিচ্ছিন্ন হয়ে রইল।

আদিখ্রীষ্টমণ্ডলীর অন্যান্য ব্যক্তিত্বের মত ইগ্নাসিউসেরও দ্বিতীয় এক নাম ছিল; নামটি 'ঈশ্বরবাহক'। তেমন নামের জন্য কোন এক সময় এমন জনশ্রুতির উদ্ভব হয় যা অনুসারে ইগ্নাসিউসের হৃদয়ে সোনার অক্ষরে খ্রীষ্ট-নাম লেখা। আর একটা জনশ্রুতি তাঁর সেই নামের বিকল্প অর্থের উপর (তথা, 'ঈশ্বর কর্তৃক বহন করা') ভিত্তি করে, আর সেই অনুসারে ইগ্নাসিউস হলেন সেই শিশু যাকে যীশু কোলে করেছিলেন (মার্ক ৯:৩৫)।

(ক) 'এফেসীয়' নামটির অর্থই প্রিয়।
(খ) আর প্রকৃতপক্ষে বুর্‌রো ত্রোয়াস পর্যন্ত ইগ্নাসিউসের সঙ্গে থাকলেন।
(গ) ক্রকোস উপহার হিসাবে ইগ্নাসিউসকে যথেষ্ট অর্থ দান করেছিলেন।

তিনিও *আমার প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছেন, আমার শেকলের জন্যও কখনও লজ্জা বোধ করেননি*—যীশুখ্রীষ্টের পিতা তাঁকে সেইমত সান্ত্বনা দেন—আর তাঁর সঙ্গে অনেসিম, বুর্‌রো, এউপ্লো ও ফ্রন্তোও আমার সহায় ছিলেন—তাঁদের মধ্যে আমি ভালবাসায় তোমাদের সকলকেই দেখতে পেয়েছি। [২] যোগ্য হলে আমি তোমাদের নিয়ে সবসময় খুশি হব।

অতএব এ সমীচীন যে, যিনি তোমাদের গৌরবান্বিত করেছেন, তোমরা সেই যীশুখ্রীষ্টকে সবদিক দিয়েই গৌরবান্বিত কর, যেন ধর্মাধ্যক্ষ ও প্রবীণবর্গের প্রতি বাধ্য হয়ে তোমরা এক-বাধ্যতায় সংযুক্ত হতে পার ও সবকিছুতে পবিত্রীকৃত হতে পার।

৩। মহাব্যক্তির মত আমি তোমাদের কোন আদেশ দিচ্ছি এমন নয়; কেননা খ্রীষ্টনামের জন্য বন্দি হয়েও আমি যীশুখ্রীষ্টে এখনও সিদ্ধপুরুষ নই; এখনই মাত্র বরং আমি শিষ্য হতে শুরু করছি[ক], আর আমার সহশিষ্য বলেই তোমাদের কাছে কথা বলছি। কেননা বিশ্বাস, চেতনাদান, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ক্ষেত্রে তোমাদের দ্বারা আমারই দীক্ষিত হওয়া উচিত ছিল। [২] কিন্তু যেহেতু তোমাদের প্রতি আমার ভালবাসা আমাকে নীরব থাকতে দেয় না, সেজন্য আমিই প্রথম তোমাদের কাছে উপদেশমূলক এ বাণী দেওয়ার ভার নিয়েছি, তোমরা যেন একাত্ম হয়ে ঈশ্বরের মন অনুসারে জীবনযাপন কর। কেননা সেই যীশুখ্রীষ্ট, যিনি আমাদের অবিচ্ছেদ্য জীবন, তিনিই হলেন পিতার মন, আর সেইভাবে সেই ধর্মাধ্যক্ষবৃন্দ, যাঁরা বিশ্বজুড়ে নিযুক্ত, তাঁরাও যীশুখ্রীষ্টের মনে বিরাজিত।

৪। তোমাদের ধর্মাধ্যক্ষের মনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ব্যবহার করা অত্যন্ত সমীচীন—আর তোমরা তো তাই করছ। বাস্তবিকই ঈশ্বরের যোগ্য তোমাদের সেই প্রশংসনীয় প্রবীণবর্গ ধর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে একসুর, যেমনটি বীণার সঙ্গে তারগুলি। তাই তোমাদের একাত্মতা ও একসুরী ভালবাসার কণ্ঠে যীশুখ্রীষ্ট সঙ্কীর্তিত। [২] কিন্তু তোমরা প্রত্যেকেই এ সমবেত কণ্ঠের গানে যোগ দাও, যাতে একাত্মতা গুণে নিজেদের মধ্যে একসুর হয়ে ও ঈশ্বরের সঙ্গে একসুর হয়ে তোমরা এককণ্ঠে যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পিতার গুণগান করতে পার, ফলে তিনি যেন তোমাদের শুনতে পান ও তোমাদের শুভকর্মের মধ্য দিয়ে সপ্রমাণও করতে পারেন যে, তোমরা তাঁর পুত্রের অঙ্গ।

তাই অনিন্দনীয় ঐক্যে স্থিতমূল থাকা তোমাদের পক্ষে সত্যি কল্যাণকর, যাতে সবকিছুতেই তোমরা ঈশ্বরের সহভাগী হতে পার।

৫। কেননা আমি যখন এত অল্প সময়ের মধ্যে তোমাদের ধর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেছি যা মানবিক নয়, বরং আত্মিক, তখন কতই না মহত্তর কারণে তোমাদেরই ধন্য গণ্য করি যারা এত একসুরী ঐক্যের একাত্মতায় তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ যেভাবে মণ্ডলী যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে, ও যীশুখ্রীষ্ট পিতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ।

(ক) সে-ই প্রকৃত শিষ্য যে যীশুর সঙ্গে ক্রুশ বহন করে (মার্ক ৮:৩৪-৩৫)।

২ কেউ যেন প্রবঞ্চিত না হয়: মন্দিরের ভিতরে না থাকলে মানুষ ঈশ্বরের রুটি থেকে বঞ্চিত হবেই, কারণ একজন বা দু'জনের প্রার্থনা যখন এত প্রভাবশালী, তখন আর কতই প্রভাবশালী না হবে ধর্মাধ্যক্ষের ও গোটা মণ্ডলীর প্রার্থনা! ৩ অতএব যে কেউ সাধারণ জনসভায় যোগ দেয় না, সে দাম্ভিক মানুষ, সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে; কেননা লেখা আছে, *ঈশ্বর দাম্ভিকদের প্রতিরোধ করেন* (ক): তাই এসো, সাবধান থাকি, ধর্মাধ্যক্ষকে প্রতিরোধ করব না, তবেই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বাধ্যতা স্পষ্ট হবে।

৬। এমনকি, যখন দেখা যায় ধর্মাধ্যক্ষ নীরব থাকেন, তখন তাঁকে আরও ভয় করতে হবে; কেননা যাকে গৃহকর্তা গৃহ-ব্যবস্থাপনার জন্য প্রেরণ করেন, আমাদের পক্ষে প্রেরণকর্তার মতই তাকে গ্রহণ করা উচিত; তাতে স্পষ্ট হচ্ছে যে, আমাদের পক্ষে ধর্মাধ্যক্ষকে স্বয়ং প্রভুর মতই গণ্য করা দরকার।
২ এবিষয়ে অনেসিম নিজেই ঈশ্বরে স্থাপিত তোমাদের উজ্জ্বল শৃঙ্খলার মহাপ্রশংসাবাদ করেন, কারণ তোমরা সকলে সত্য অনুসারেই জীবনযাপন করছ, ও তোমাদের মধ্যে কোন ভ্রান্তমত নেই; আর শুধু তা নয়, কেউ যদি যীশুখ্রীষ্ট বিষয়ে সত্য অনুযায়ী কথা না বলে, তোমরা তো তার কথা পর্যন্তও শোন না।

৭। এমন কেউ কেউ রয়েছে যারা প্রতারণাপূর্ণ ভাবে খ্রীষ্টনাম বহন করে বেড়ায়, অথচ তাদের ব্যবহার এমন, যা ঈশ্বরের অযোগ্য: তেমন লোকদের তোমাদের হিংস্র পশুর মতই এড়াতে হবে, কারণ তারা রাগী কুকুরের মত যা অপ্রত্যাশিত ভাবে কামড়ায়; তাই তাদের বিষয়ে তোমাদের সাবধান থাকতে হবে, কারণ তাদের নিরাময় করার উপায় প্রায় নেই।
২ একজন চিকিৎসক আছেন যিনি একাধারে মাংস ও আত্মা, সঞ্জাত ও অসঞ্জাত; যিনি মানুষে ঈশ্বর, মৃত্যুতে সত্যকার জীবন, একাধারে মারীয়া ও ঈশ্বরের পুত্র, আগে যন্ত্রণাধীন পরে যন্ত্রণাতীত—তিনি সেই যীশুখ্রীষ্ট যিনি আমাদের প্রভু।

৮। সুতরাং কেউই যেন তোমাদের প্রবঞ্চনা না করে, আর আসলে তোমরা প্রবঞ্চিত হওনি, বরং তোমরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের। কেননা তোমাদের মধ্যে যেহেতু পীড়ন করার মত কোন বিচ্ছেদ স্থান পায়নি, সেজন্য তোমরা যথার্থই ঈশ্বর অনুসারে জীবনযাপন কর।
এফেসীয় তোমাদের কাছে ও চিরবিখ্যাত তোমাদের মণ্ডলীর কাছে আমি নিবেদিত ও সম্পূর্ণ নিয়োজিত।
২ যারা দৈহিক, তারা আত্মিক কোন কিছু করতে সক্ষম নয় (খ), যারা আত্মিক,

---

(ক) প্রবচন ৩:৩৪; যাকোব ৪:৬; ১ পিতর ৫:৫।
(খ) রো ৮:৫।

তারাও দৈহিক কোন কিছু করতে সক্ষম নয়, ঠিক যেভাবে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কর্মসাধনে অক্ষম ও অবিশ্বাস বিশ্বাসের কর্মসাধনে অক্ষম। কিন্তু তোমরা দৈহিক যা কিছু কর, তাও আত্মিক, কারণ তোমরা যীশুখ্রীষ্টেই সবকিছু কর।

৯। যাই হোক, আমি জানতে পেরেছি, বাইরে থেকে আগত এমন কেউ কেউ তোমাদের মধ্যে স্থান পেয়েছে, যারা অশুভ ধর্মশিক্ষা সমর্থন করে; তোমরা কিন্তু এমনটি দাওনি যাতে তারা তোমাদের মাঝে সেই আগাছার বীজ বোনে; বরং তাদের বীজ অগ্রাহ্য করার উদ্দেশ্যে কান বন্ধ করে রেখেছ—হ্যাঁ, তোমরা পিতার মন্দিরের প্রস্তরের মত, এমন প্রস্তর যা আমাদের পিতা ঈশ্বরের নির্মাণকাজের জন্য তৈরী, ও যীশুখ্রীষ্টের যন্ত্র দ্বারা তথা তাঁর ক্রুশ দ্বারা ও পবিত্র আত্মাকে দড়ি হিসাবে ব্যবহার করে উচ্চে ওঠানো হয়েছে। আর তোমাদের বিশ্বাস-ই তোমাদের উচ্চে ওঠার উপায়, ও ভালবাসাই সেই পথ যা ঈশ্বরের কাছে চালিত করে। [২] তাই তোমরা সকলে সহপ্রবাসী, ও সঙ্গে করে তোমরা ঈশ্বর, মন্দির, খ্রীষ্ট ও পবিত্রতাকে বহন কর: সবদিক দিয়ে তোমরা যীশুখ্রীষ্টের আদেশগুলি দ্বারা অলঙ্কৃত। আর আমি এই আনন্দের সহভাগী, কারণ আমার লেখার মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি; তাছাড়া আমি এজন্যও আনন্দিত যে, পার্থিব জীবন অনুসারে তোমরা কিছুই ভালবাস না—কেবল ঈশ্বরকেই তোমরা ভালবাস।

১০। তোমরা সকল মানুষের জন্য *অবিরত প্রার্থনা কর* [ক], কারণ সকলের অন্তরে মনপরিবর্তনের এমন প্রত্যাশা রয়েছে তারা যেন ঈশ্বরের সন্ধান পায়। তাই এমনটি কর, যাতে কমপক্ষে তোমাদের আচরণের মধ্য দিয়েই তারা তোমাদের শিষ্য হয়। [২] তাদের ক্রোধের বিনিময়ে তোমরা কোমলতা দেখাও, তাদের দম্ভভরা কথনের বিনিময়ে নম্রভাব দেখাও; তাদের ঈশ্বরনিন্দার জন্য প্রার্থনা কর; তাদের ভুলভ্রান্তির সম্মুখীন হয়ে বিশ্বাসে স্থিতমূল থাক [খ]। [৩] এমনটি হোক যাতে আমাদের কোমলতার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় যে আমরা তাদের ভাই; এসো, আমরা প্রভুর অনুকারী হই; তাদেরই খোঁজ করি, যারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত, অধিক দুর্ভাগা, অধিক অবজ্ঞাত; তোমাদের মধ্যে যেন শয়তানের কোন গাছ না থাকে, বরং সমস্ত শুচিতা ও শুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রেখে তোমরা দেহে ও আত্মায় যীশুখ্রীষ্টেই স্থির থাক।

১১। অন্তিমকাল এসে গেছে [গ]। সুতরাং এসো, আত্মসংযমী হই, ঈশ্বরের ধৈর্য ভয় করি, পাছে তা আমাদের বিচার স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এসো, আমরা হয় ভাবী ক্রোধ

(ক) ১ থে ৫:১৭।
(খ) কল ১:২৩।
(গ) আদিখ্রীষ্টমণ্ডলীকালে এধারণা প্রচলিত ছিল যে, প্রভুর (প্রথম) আগমনে অন্তিমকাল শুরু হয়েছিল, সুতরাং প্রভুর পুনরাগমনের দিন অবশ্যই সন্নিকট।

ভয় করি, না হয় বর্তমান অনুগ্রহ ভালবাসি—দু'টোর একটা,—কিন্তু তবু আমরা যেন সত্যকার জীবনের উদ্দেশে খ্রীষ্টযীশুতে থাকি। [২] তিনি ছাড়া কোন কিছুই যেন তোমাদের কাছে আকর্ষণীয় না হয়, কেননা তাঁরই মধ্যে আমি আমার এ শেকল বহন করে বেড়াচ্ছি—এ শেকল এমন আত্মিক রত্ন যা দ্বারা আমি তোমাদের প্রার্থনা গুণে পুনরুত্থান করার প্রত্যাশায় আছি; আহা, আমি যেন সবসময়ের মতই এ শেকলের অংশী হতে পারি, যাতে এফেসসের খ্রীষ্টভক্তদের উত্তরাধিকারে স্থান পেতে পারি—তারা যে যীশুখ্রীষ্টের পরাক্রম গুণে প্রেরিতদূতদের সঙ্গে সর্বদাই একমন হয়ে থাকল!

১২। আমি তো জানি, আমি কে ও কাকে লিখছি। আমি দন্ডিত, তোমরা দয়াপ্রাপ্ত; আমি বিপদাপন্ন, তোমরা বিপদমুক্ত [ক]; [২] তোমরা সেই পথ [খ] যার মধ্য দিয়ে তারাই যায়, যারা ঈশ্বরের খাতিরে নিহত হতে যাচ্ছে; তোমরা সেই পবিত্রীকৃত ও ধন্য সাক্ষ্যমর পলের সহ-দীক্ষিত ব্যক্তি, যাদের কথা তিনি নিজের পত্রে খ্রীষ্টযীশুতে উল্লেখ করলেন। যেদিন আমি ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হব, সেদিন যেন ঈশ্বর আমাকে তাঁর পদচিহ্নে পেতে পারেন।

১৩। ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠানের জন্য ও ঈশ্বরের গৌরবগান করার জন্য বারবার সমবেত হতে চেষ্টা কর; কেননা তোমরা বারবার সমবেত হলে শয়তানের শক্তি বিধ্বস্ত হয়, ও তোমাদের বিশ্বাসের একাত্মতা দ্বারা তার চাতুরি নিঃশেষ হয়ে যায়। [২] শান্তির চেয়ে শ্রেয় এমন কিছু নেই যা দ্বারা স্বর্গের কি মর্তের সমস্ত যুদ্ধ বাতিল হয়।

১৪। তোমাদের কাছে এ সমস্ত কথা নিশ্চয়ই জানা, যদি যীশুখ্রীষ্টের প্রতি তোমাদের সিদ্ধ বিশ্বাস থাকে, আর সেই ভালবাসাও থাকে যা জীবনের সূচনা ও সমাপ্তি। বস্তুত বিশ্বাস হল সূচনা, আর ভালবাসা হল সমাপ্তি, আর যখন বিশ্বাস ও ভালবাসা ঐক্যে সংযুক্ত থাকে, তখন ঈশ্বরই উপস্থিত, আর শ্রেয় অন্য সমস্ত কিছুও তখন উপস্থিত। [২] যে কেউ বিশ্বাস স্বীকার করে, সে পাপ করে না; আর ভালবাসা যার আছে, সে ঘৃণা করে না। *নিজ নিজ ফল দ্বারাই প্রতিটি গাছ চেনা যায়* [গ], সুতরাং যারা নিজেদের খ্রীষ্টের লোক বলে স্বীকার করে, তাদের কর্মফল দ্বারা তাদের চেনা যাবে; কেননা কর্মফল বিশ্বাস-স্বীকৃতিতে প্রকাশ পায় এমন নয়, কিন্তু মানুষ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান হলে বিশ্বাস-পরাক্রম দ্বারাই কর্মফল প্রকাশ পায়।

১৫। কথায় ধন্য কাজে শূন্য হওয়ার চেয়ে কথায় শূন্য কাজে ধন্য হওয়া শ্রেয়। শিক্ষা তখনই ভাল, শিক্ষক যখন জানেন তিনি কী বলছেন। তবে এমন শিক্ষাগুরু আছেন,

---

(ক) ১ করি ৪:৮-১৩ দ্রঃ।
(খ) রোম অভিমুখে রাজপথ এফেসসের মধ্য দিয়েই যেত, তাই যে সকল খ্রীষ্টভক্তকে বন্দি অবস্থায় রোমে নিয়ে যাওয়া হত, এফেসীয়রা তাদের যত্ন করত ও সান্ত্বনা দিত।
(গ) মথি ১২:৩৩।

যিনি কথা বলতেই সবই অস্তিত্ব পেল [ক]; আর তিনি নীরবেও যা সাধন করলেন, তা পিতার সুযোগ্য কর্ম। [২] যীশুর বাণী যার বাস্তব সম্পদ, সে তাঁর মৌনতাও শুনতে পায়, যার ফলে সে এমন সিদ্ধপুরুষ হতে পারবে যে, কথা বলতে বলতেও সে কার্যকর হতে পারবে, আর সে নীরব থাকতে থাকতেও লোকে তার কথা বুঝবে।

[৩] প্রভুর কাছে গোপন কিছু নেই, আমাদের সবচেয়ে গুপ্ত বিষয়ও তাঁর সামনে উপস্থিত। সুতরাং এসো, আমরা এমন ভাবে কাজ করি ঠিক যেন তিনি আমাদের অন্তরে উপস্থিত, আমরা যেন তাঁর মন্দির হতে পারি ও তিনি আমাদের অন্তরে আমাদের ঈশ্বর হতে পারেন—ব্যাপারটা ঠিক তাই, আর আমরা যদি সত্যকার ভালবাসায় তাঁকে ভালবাসি, তাহলে সেই ভালবাসা দ্বারা আমাদের চোখের সামনে তা ঠিক এভাবেই প্রকাশ পাবে।

১৬। ভ্রাতৃগণ, নিজেদের প্রবঞ্চিত করো না: যারা পরিবার বিকৃত করে, তারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাবে না [খ]। [২] তাই দেহের বেলায় তা করে যখন তারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে [গ], তখন যীশুখ্রীষ্ট যার খাতিরে ক্রুশবিদ্ধ হলেন, যে মানুষ মিথ্যাশিক্ষা দ্বারা সেই ঈশ্বরবিশ্বাস বিকৃত করে, সে আর কত মহত্তর দণ্ডেই না দণ্ডিত হবে! তেমন ধূর্ত মানুষ অনির্বাণ আগুনেই চলে যাবে, আর তার সঙ্গে তারাও যাবে যারা তার কথা শুনেছে।

১৭। প্রভু এ উদ্দেশ্যেই মাথায় তৈলাভিষিক্ত হলেন, তিনি যেন মণ্ডলীর উপরে অমরত্ব ফুৎকার দিতে পারেন [ঘ]। তোমরা এ সংসারের অধিপতির দুর্গন্ধময় তেলে নিজেদের অভিষিক্ত হতে দিয়ো না, পাছে সে তোমাদের বন্দি ক'রে তোমাদের সামনে রাখা জীবন থেকে দূরে নিয়ে যায়। [২] কিন্তু আমরা যখন ঈশ্বরজ্ঞান তথা সেই যীশুখ্রীষ্টকে পেয়েছি, তখন কেনই বা সকলে সুবিবেচক নই? প্রভু যে দান সত্যি প্রেরণ করলেন, তা ভুলে গিয়ে আমরা কেনই বা আমাদের নির্বুদ্ধিতায় বিনষ্ট হচ্ছি?

১৮। আমার প্রাণ সেই ক্রুশের উদ্দেশে পবিত্র, যা অবিশ্বাসীদের কাছে স্খলন স্বরূপ, কিন্তু আমাদের জন্য পরিত্রাণ ও অনন্ত জীবন স্বরূপ। *প্রজ্ঞাবান কোথায়? শাস্ত্রবিদ কোথায়?* [ঙ] যারা সুবিবেচক বলে গণ্য, তাদের বাগাড়ম্বর কোথায়? [২] বস্তুত আমাদের ঈশ্বর সেই যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনুসারে দাউদের বীজ থেকে [চ] ও পবিত্র আত্মার

(ক) সাম ৩৩:৯ দ্রঃ।
(খ) ১ করি ৬:৯; গালা ৫:২১।
(গ) লেবীয় ২০:১০।
(ঘ) ইগ্নাসিউস প্রতীকমূলক অর্থ অনুসারেই সুসমাচার ব্যাখ্যা করেন, মথি ২৬:৬-৭; মার্ক ১৪:৩; লুক ৭:৩৭; যোহন ১১:২; ১২:৩।
(ঙ) ১ করি ১:২০।
(চ) যোহন ৭:৪২; রো ১:৩; ২ তিমথি ২:৮।

প্রভাবে মারীয়ায় গর্ভস্থ হলেন : তিনি জন্ম নিলেন, ও দীক্ষাস্নানও গ্রহণ করলেন যাতে নিজেকে অবনমিত করায় (ক) জল পবিত্রিত করতে পারেন।

১৯। কিন্তু মারীয়ার কুমারীত্ব ও তাঁর জন্মদানের কথা এসংসারের অধিপতির কাছে গুপ্ত থাকল, প্রভুর মৃত্যুর কথাও তাই। এ রহস্য তিনটে এমন জয়ধ্বনি যা ঈশ্বরের নিস্তব্ধতায় সাধিত হল (খ)।

২ তবে তিনি কেমন করে জগতের কাছে আবির্ভূত হলেন? সকল জ্যোতিষ্করাজির ঊর্ধ্বে এমন একটা জ্যোতিষ্ক আকাশে উদ্ভাসিত হল, যার আলো অবর্ণনীয়, যার নবীনতা সকলকে আশ্চর্যান্বিত করল (গ); তখন সূর্য ও চন্দ্রের সঙ্গে অন্য সকল তারা মিলে এ জ্যোতিষ্কের চারপাশ ঘিরল, জ্যোতিষ্কটির আলো কিন্তু তাদের সকলের চেয়ে উজ্জ্বলতর ছিল; তাতে সকলে অবাক হয়ে গেল—নিজেদের পক্ষে অসাধারণ তেমন নবীনতা কোথা থেকে এল?

৩ এর দ্বারা যত কুসংস্কার ঘুচল, অধর্মের যত গিঁট খুলে গেল, অজ্ঞতা অপসারিত হল, ও প্রাক্তন রাজ্য ধ্বংসিত হল, কারণ অনন্ত জীবনের নবীনতার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর মানুষরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন—ঈশ্বর যা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, সেই অনন্ত জীবনের সূচনা হয়েছিল। তাতে সমস্ত কিছু অস্থির হয়ে উঠল, কারণ মৃত্যু-অপসারণ পরিকল্পিত হচ্ছিল।

২০। তোমাদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যদি যীশুখ্রীষ্ট আমাকে যোগ্য মনে করেন এবং এটাই তাঁর ইচ্ছা হলে, তাহলে যে পুস্তিকা তোমাদের কাছে লিখব বলে সঙ্কল্প নিয়েছি (ঘ), আমি যে বিষয় আলোচনা করতে আরম্ভ করেছি, সেই দ্বিতীয় পুস্তিকায় সেই বিষয় বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে দেব, তথা নবমানুষ যীশুখ্রীষ্টের বিষয়ে [ঈশ্বরের] ব্যবস্থা, অর্থাৎ তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর প্রতি ভালবাসা, তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও তাঁর পুনরুত্থান; আর আমি তা অবশ্যই করব, ২ বিশেষভাবে যদি প্রভু আমাকে সেই বিষয়ে কিছুটা প্রকাশ করেন। তোমরা সকলে, এক একজন, ঐশঅনুগ্রহে, এক বিশ্বাসে ও সেই এক-খ্রীষ্টে (তিনি তো *মাংস অনুসারে দাউদবংশীয়* (ঙ), মানবপুত্র ও ঈশ্বরপুত্র) সাধারণ জনসভায় বারবার সম্মিলিত হও যাতে ধর্মাধ্যক্ষ ও প্রবীণবর্গের প্রতি মনের স্থিরতায় বাধ্যতা দেখাতে পার, এবং [সম্মিলিত হয়ে] সেই এক-রুটি

(ক) মথি ৩: ১৩-১৭। ইগ্নাসিউসের ব্যাখ্যা অনুসারে, দীক্ষাস্নানে প্রভু কেমন যেন ঘোষণা করেন তিনি জগতের পাপকর্ম হরণ করতে সম্মত; আর ঠিক এই কারণেই তিনি সেই মুক্তিদায়ী যন্ত্রণা ও মৃত্যু বরণ করলেন যার ফলগুলো খ্রীষ্টভক্তগণ দীক্ষাস্নান সাক্রামেন্তে লাভ করে।

(খ) অর্থাৎ, মানুষ সেই রহস্য তিনটির অর্থ বুঝতে অক্ষম।

(গ) এখানে তিন পন্ডিতের কাহিনীতে উল্লিখিত সেই জ্যোতিষ্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে (মথি ২:১…)।

(ঘ) হয় পুস্তিকাটি লেখা হয়নি, না হয় তা হারিয়ে গেছে।

(ঙ) রো ১:৩৩।

ছেঁড় যা অমরত্ব লাভের জন্য প্রতিকার, ও এমন ঔষধ যাতে আমরা না মরি বরং যীশুখ্রীষ্টে চিরজীবিত থাকতে পারি [ক]।

২১। আমি আমার প্রাণোৎসর্গ তোমাদের জন্য পূর্ণ করব, তাদেরও জন্য যাদের তোমরা ঈশ্বরের সম্মানার্থে স্মির্নায় প্রেরণ করেছ; এ স্মির্না থেকেই আমি প্রভুকে ধন্যবাদ, ও পলিকার্পের [খ] কাছে ও তোমাদেরও কাছে আমার ভালবাসা জানিয়ে তোমাদের কাছে লিখছি।

তোমরা আমাকে সেভাবে স্মরণ কর, যীশুখ্রীষ্টও যেভাবে তোমাদের স্মরণ করেন।

২ সেই সিরিয়ার মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা কর, যেখান থেকে আমি রোমে বন্দি অবস্থায় চালিত হচ্ছি—সেখানকার ভক্তদের মধ্যে নিম্নতম হয়েও তবু ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করতে যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছি।

আমাদের পিতা ঈশ্বরে ও আমাদের সকলের সার্বজনীন প্রত্যাশা সেই যীশুখ্রীষ্টে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

(ক) খ্রীষ্টদেহ সাক্রামেন্তের এই সুন্দরতম ব্যাখ্যা যোহনের সুসমাচারের ৬ অধ্যায়ের উপর নির্ভর করে।
(খ) পলিকার্প ছিলেন স্মির্না মণ্ডলীর ধর্মাধ্যক্ষ।

মাগ্নেশীয়দের কাছে ইগ্নাসিউসের পত্র

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত,

যে মণ্ডলী আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা পিতা ঈশ্বরের অনুগ্রহে ধন্যা, তারই সমীপে :

সেই খ্রীষ্টে আমি মেয়ান্দ্র নদীর ধারে স্থিত মাগ্নেশিয়ার সেই মণ্ডলীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি,

ও পিতা ঈশ্বরে ও খ্রীষ্টযীশুতে তাকে অশেষ শুভেচ্ছা নিবেদন করছি।

১। ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের ভালবাসাপূর্ণ সুশৃঙ্খলার কথা জেনে আমি যীশুখ্রীষ্ট-বিশ্বাসে তোমাদের কাছে কথা বলব বলে আনন্দের সঙ্গেই স্থির করেছি।

[২] সর্বোৎকৃষ্ট নামের যোগ্য হওয়ায় [ক] তথা সর্বত্রই শেকল-বাহকের যোগ্য হওয়ায় আমি মণ্ডলীগুলির প্রশংসাগান করি, প্রার্থনাও করি যেন তাদের মধ্যে আমাদের চিরকালীন জীবন সেই যীশুখ্রীষ্টের মাংস ও দেহের সঙ্গে ঐক্য গঠিত হতে পারে বিশ্বাসে ও ভালবাসায়—যার চেয়ে কিছুই বাঞ্ছনীয় নয়। সর্বাপেক্ষা আমি তাদের কাছে যীশু ও পিতার সঙ্গে ঐক্য কামনা করি। তাঁরই মধ্যে আমরা এই জগতের অধিপতির সমস্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারব, ও তার হাত এড়িয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারব।

২। আমার সৌভাগ্য যে, আমি ঈশ্বরের যোগ্য তোমাদের সেই ধর্মাধ্যক্ষ দামাসুসের ব্যক্তিত্বে, সেই যোগ্যতম প্রবীণ বাস্সো ও আপল্লোনিওসে ও আমার সহকর্মী সেই পরিসেবক জতিওনে তোমাদের দেখতে পেয়েছি। আমি এই জতিওনের উপস্থিতিতে ধন্য, কারণ তিনি ধর্মাধ্যক্ষের অধীন ঠিক যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীন, এবং প্রবীণবর্গের অধীন ঠিক যেন যীশুখ্রীষ্টের বিধানের অধীন।

৩। ধর্মাধ্যক্ষের যুবাবয়স নিয়ে তোমাদের কোন সুযোগ নেওয়া উচিত নয়, কিন্তু পিতা ঈশ্বরের দেওয়া কর্তৃত্ব অনুসারে যথাযোগ্য সম্মান তাঁকে দেখানো উচিত, যেভাবে—আমি শুনেছি—সেই পুণ্যবান প্রবীণেরাই করছেন যাঁরা তাঁর বাহ্যিক যুবাবয়স নিয়ে কোন সুযোগ সৃষ্টি করেননি, কিন্তু ঈশ্বরে সুচিন্তিত ব্যক্তি রূপে তাঁর অধীনতা স্বীকার করেন—তাঁরই কেন, সকলের ধর্মাধ্যক্ষ যীশুখ্রীষ্টের পিতার অধীনতাই স্বীকার করেন।

(ক) সর্বোৎকৃষ্ট নামটি হল 'খ্রীষ্টের খাতিরে বন্দি'।

[২] সুতরাং, আমরা যাঁর প্রসন্নতার পাত্র, তাঁরই সম্মানের খাতিরে আমাদের পক্ষে মিথ্যাচারের কোন চিহ্ন না রেখে তাঁর প্রতি বাধ্য হওয়া সত্যি সমীচীন, কারণ যে কেউ এই দৃশ্য ধর্মাধ্যক্ষকে প্রবঞ্চনা করে, সে অদৃশ্য ধর্মাধ্যক্ষকেই প্রবঞ্চনা করে। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা রক্তমাংসের সঙ্গে নয়, ঈশ্বরেরই সঙ্গে সম্পর্কিত যিনি গোপন যত কিছু জানেন।

৪। অতএব, খ্রীষ্টান বলে অভিহিত হতে চাওয়া যথেষ্ট নয়, বাস্তবেই তা হতে হবে। এমন কেউ আছে, যারা মুখে ধর্মাধ্যক্ষকে মেনে নেয়, কিন্তু তাঁকে ছাড়াই সবকিছু করে। আমার মতে, তেমন লোকেরা সদ্বিবেক অনুসারে ব্যবহার করছে না, কারণ তাদের সম্মিলিত হওয়া [প্রভুর] আদেশ অনুসারে বিধেয় নয় (ক)।

৫। সবকিছুর একটা সমাপ্তি রয়েছে, আর নির্বাচন দু'টো জিনিসের মধ্যে তথা মৃত্যু ও জীবন (খ); প্রত্যেকে নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানেই যাবে (গ); [২] কেননা যেমন দু'টো মুদ্রা রয়েছে তথা ঈশ্বরের একটা ও জগতের একটা, আর এক একটা নিজ নিজ প্রতীকে চিহ্নিত, তেমনি অবিশ্বাসীরা এই জগতের চিহ্ন বহন করে, কিন্তু যে বিশ্বাসীরা ভালবাসায় রয়েছে, তারা যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা পিতার চিহ্ন বহন করে; আমরা যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁর সহায়তা গুণে তাঁর যন্ত্রণাভোগ লক্ষ্য করে মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত না হই, তাহলে তাঁর জীবন আমাদের অন্তরে নেই (ঘ)।

৬। যে সকল ব্যক্তির কথা আমি তোমাদের কাছে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, যেহেতু বিশ্বাসে আমি তোমাদের গোটা সমাজকে দেখেছি ও আলিঙ্গন করেছি, সেজন্য তোমাদের অনুরোধ করছি: যাঁরা ঈশ্বরের স্থান দখল করেন, সেই ধর্মাধ্যক্ষের পরিচালনায়, প্রেরিতদূতদের সভার স্থানে নিযুক্ত সেই প্রবীণবর্গের পরিচালনায়, ও আমার পরমপ্রীতির পাত্র সেই পরিসেবকদের পরিচালনায় যাঁরা সেই যীশুখ্রীষ্টেরই সেবায় নিযুক্ত যিনি অনাদিকাল থেকে পিতার সঙ্গে ছিলেন ও চরমকালে আবির্ভূত হলেন, তাঁদের সকলের পরিচালনায় তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়েই সবকিছু করতে সাধনা করে চল।

[২] অতএব, ঈশ্বরের সঙ্গে সমভাবাপন্ন হয়ে তোমরা পরস্পরকে সম্মান কর; কেউই যেন আপন প্রতিবেশীকে মাংস অনুসারে গণ্য না করে, কিন্তু সবকিছুতে যীশুখ্রীষ্টে পরস্পরকে ভালবাস। তোমাদের বিচ্ছিন্ন করবে, তেমন কিছু যেন তোমাদের মধ্যে না

(ক) মাগ্নেশিয়ার ধর্মাধ্যক্ষ বয়সে যুবক, সম্ভবত তাঁর কম বয়সের কথা কেন্দ্র করেই সেই মণ্ডলীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল। কিন্তু তবুও পত্রের পরবর্তী পদগুলোতে দেখা যাবে যে সেই মণ্ডলীর মধ্যে এক দল খ্রীষ্টভক্ত ছিল যারা প্রাক্তন ইহুদী প্রথাগুলোর উপর অতিরিক্ত জোর দিতে।

(খ) দ্বিঃবিঃ ৩০:১৯।

(গ) শিষ্য ১:২৫।

(ঘ) যোহন ৫:১৮; ১২:৫০ দ্রঃ।

থাকে, বরং ধর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে ও যাঁরা তোমাদের মাঝে প্রধান ভূমিকা দখল করেন, তোমরা তাঁদের সঙ্গে এক হও, যেন অমরত্বের একটা দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা দিতে পার।

৭। যিনি পিতার সঙ্গে এক, সেই প্রভু যেমন পিতাকে ছাড়া কিছু করেননি—নিজে থেকেও নয়, প্রেরিতদূতদের দ্বারাও নয়—তেমনি তোমরাও ধর্মাধ্যক্ষ ও প্রবীণবর্গকে ছাড়া কিছু করো না। ব্যক্তিগতভাবে ও নিজের স্বার্থে যা কর, তা উত্তম বলে দেখাতে চেষ্টা করো না, তোমরা বরং সমষ্টিগত কাজেই প্রাধান্য দাও: এক প্রার্থনা, এক মিনতি, একমন, ভালবাসায় ও নিখুঁত আনন্দে এক প্রত্যাশা—যে আনন্দ সেই স্বয়ং খ্রীষ্ট যাঁর চেয়ে মূল্যবান কিছু নেই। [২] সবাই মিলে যেন ঈশ্বরের একই মন্দিরের কাছে, যেন একই বেদির কাছে, সেই একই যীশুখ্রীষ্টের কাছে যেতে তৎপর হও যিনি সেই একই পিতা থেকে উদ্গাত, তাঁর সঙ্গে এক, ও সেই একের কাছে প্রত্যাগত।

৮। তোমরা অদ্ভুত ধর্মশিক্ষা বা অসার প্রাচীন গল্প দ্বারা নিজেদের পথভ্রষ্ট হতে দিয়ো না; কারণ যদি এখনও ইহুদী প্রথা পালন করে থাকি, তাহলে স্বীকার করি, আমরা অনুগ্রহ পাইনি [(ক)]। [২] বস্তুতপক্ষে ঐশ নবীরাও যীশুখ্রীষ্ট অনুসারে [(খ)] জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁরাও তাঁর অনুগ্রহে সুস্থির হয়ে নির্যাতিত হলেন, কারণ অবাধ্যদের এই চেতনা দিতে চাচ্ছিলেন যে, একমাত্র ঈশ্বর আছেন যিনি আপন পুত্র যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশিত করলেন—সেই যে খ্রীষ্ট হলেন নিস্তব্ধতা থেকে উদ্গত তাঁর আপন বাণী; যিনি তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন, সবদিক দিয়ে তাঁর গ্রহণযোগ্য ছিলেন।

৯। যারা প্রাক্তন ব্যবস্থায় চলার পর নতুন প্রত্যাশায় এসেছে, তারা সাব্বাৎ আর নয়, প্রভুর সেই দিন মেনে চলে, যে দিনে তাঁর মধ্য দিয়ে ও তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনও উৎসারিত হল। এমন কেউ রয়েছে যারা এই রহস্য অস্বীকার করে, আমরা কিন্তু এই রহস্য দ্বারা বিশ্বাস পেয়েছি আর এজন্যও কষ্টভোগ করে আসছি যাতে আমাদের একমাত্র সদ্গুরু সেই যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য বলে প্রতিপন্ন হতে পারি। [২] তবে কেমন করেই বা আমরা তাঁকেই ছাড়া জীবনযাপন করতে পারব? আত্মায়

(ক) এপদে বিচ্ছেদের প্রকৃত কারণ ব্যক্ত, তথা: মাগ্নেশিয়ার মণ্ডলীর অভ্যন্তরে এক দল ভক্তজন ছিল যারা সমর্থন করত, ঈশ্বরের কাছে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হবার জন্য খ্রীষ্টভক্তদের পক্ষেও পরিচ্ছেদন-রীতি ও মোশীর জারীকৃত অন্যান্য বিধিনিয়ম পালন করা দরকার। কিন্তু, সেই ধর্মময়তা পাবার জন্য খ্রীষ্টবিশ্বাস ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপরেই জোর দেয়।

(খ) বাস্তবিকই নবীগণ প্রচার করতেন যে, দেহের নয় হৃদয়েরই পরিচ্ছেদন ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয়, এবং বাহ্যিক বিধিনিয়ম পালনের চেয়ে মনপরিবর্তনই ও দয়াধর্মই শ্রেয়। এজন্যই ইগ্নাসিউস একথা বলেন যে, নবীগণ যীশুর আগেকার মানুষ হয়েও প্রকৃতপক্ষে যীশুর শিষ্য। তাছাড়া, পরবর্তী পদে ইগ্নাসিউস প্রভুর পুনরুত্থানের স্মরণে রবিবারের রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে যোগদান করা-ই খাঁটি খ্রীষ্টবিশ্বাসের চিহ্ন হিসাবে উপস্থাপন করেন। কেননা সেকালে এমন দল খ্রীষ্টভক্ত ছিল যারা প্রাক্তন সন্ধির সাব্বাৎ মান্য করার জন্য রবিবারে নয় শনিবারেই উপাসনা করত।

নবীরাও তো তাঁর শিষ্য ছিলেন ও নিজেদের সদ্‌গুরু রূপে তাঁর প্রতীক্ষা করছিলেন; এজন্যই তাঁরা ধর্মময়তার সঙ্গে যাঁর প্রতীক্ষা করলেন, তিনি এসে তাঁদের মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে তুললেন [ক]।

১০। এসো, আমরা যেন খ্রীষ্টের মঙ্গলময়তার প্রতি উদাসীন না হই, কারণ তিনি যদি আমাদের কাজকর্মের মত কাজ করেন, তবে আমরা রক্ষা পাব না। এজন্য এসো, আমরা তাঁর শিষ্য হই, খ্রীষ্টীয় জীবনধারণ শিখি, কেননা যে কেউ এনাম ছাড়া অন্য নামে অভিহিত, সে ঈশ্বর থেকে উদ্গত নয়। [২] তাই সেই মন্দ খামির ফেলে দাও যা পুরাতন ও তিক্ত হয়ে গেছে, এবং নতুন খামিরের দিকে তথা খ্রীষ্টেরই দিকে ফের। তিনিই হোন তোমাদের প্রাণের লবণ, যেন তোমাদের মধ্যে কেউই বিকৃত না হয়—কারণ তোমাদের স্বাদ অনুসারেই তোমাদের যাচাই করা হবে।

[৩] যীশুখ্রীষ্টের কথা বলা ও একইসঙ্গে ইহুদী প্রথা পালন করা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ খ্রীষ্টধর্ম যে ইহুদীধর্মে বিশ্বাস রেখেছে এমন নয়, ইহুদীধর্মই বরং খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করতে আহূত, ও সকল ভাষার ঈশ্বরবিশ্বাসীরা খ্রীষ্টধর্মেই সংগৃহীত হয়েছে [খ]।

১১। প্রিয়জনেরা, তোমাদের মধ্যে এধরনের মানুষ রয়েছে, এজন্য যে আমি একথা বলেছি এমন নয়; তোমাদের চেয়ে নগণ্য হয়েও আমি তোমাদের সাবধান করতে চাচ্ছি তোমরা যেন অসার ধর্মতত্ত্বের ফাঁদে না পড়, বরং প্রদেশপাল পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে যা ঘটেছে, তোমরা যেন সেই জন্ম, যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থান বিষয়ে সুনিশ্চিত থাক; কারণ এই সমস্ত কিছু সেই যীশুখ্রীষ্ট দ্বারাই সত্যিকারে সাধিত হয়েছিল [গ], যিনি আমাদের আশা ও যাঁর কাছ থেকে দূরে যাওয়ার দুর্ভাগ্য যেন তোমাদের কারও না ঘটে।

১২। ভরসা রাখি, আমি তোমাদের নিয়ে সবদিক দিয়েই আনন্দ ভোগ করব—আমি যোগ্য হলে! একথা বলছি, কারণ শেকলাবদ্ধ হয়েও স্বাধীন-তোমাদের একজনেরও সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। আমি তো জানি, তোমরা গর্বোদ্ধত নও, কারণ তোমাদের অন্তরে খ্রীষ্টই আছেন; আর আমি জানি যে তোমাদের প্রশংসা করলে তোমাদের বিনম্রতা বৃদ্ধি পায়, যেমনটি লেখা আছে, *ধার্মিক মানুষ নিজেরই অভিযোক্তা* [ঘ]।

(ক) মথি ২৬:৫২ দ্রঃ। ইগ্নাসিউস সেই নবীদের কথা আবার উত্থাপন করেন যাঁরা যীশুর শিষ্য বলে পরিগণিত হতে পারেন।
(খ) ইসা ৬৬:১৮।
(গ) সেই দল খ্রীষ্টভক্ত ভ্রান্তমতপন্থীও ছিল, যেহেতু মোশীর বিধান-পালন বাধ্যতামূলক বলে সমর্থন করা ছাড়া, যীশু যে প্রকৃত মানুষ একথাও অস্বীকার করত।
(ঘ) প্রবচন ১৮:১৭।

১৩। সুতরাং, প্রভু ও প্রেরিতদূতদের বিধিনিয়মে অটল থাকতে সচেষ্ট হও, তবেই তোমাদের মাননীয় ধর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে, তোমাদের সুযোগ্য আত্মিক মুকুট সেই প্রবীণবর্গের সঙ্গে ও ঈশ্বরভক্ত পরিসেবকদের সঙ্গে দেহ ও আত্মায়, বিশ্বাস ও ভালবাসায়, পুত্র ও পিতা ও আত্মায়, সূচনা ও সমাপ্তিতে তোমরা যাই কর, সেই সবই সার্থক হবে (ক)। ২ যাতে দেহ ও আত্মার ঐক্য ঘটতে পারে, তোমরা ধর্মাধ্যক্ষের ও পরস্পরের অধীন হও, যেভাবে খ্রীষ্ট পিতার অধীন হলেন, ও প্রেরিতদূতেরা খ্রীষ্টের ও পিতার অধীন ছিলেন।

১৪। তোমরা ঈশ্বরে পরিপূর্ণ, একথা জেনেই আমি সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়েছি। তোমাদের প্রার্থনায় আমাকে স্মরণ কর আমি যেন ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারি; সিরিয়ার (খ) সেই মণ্ডলীর কথাও স্মরণে রাখ, আমি যার সদস্য বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নই। কেননা তোমাদের প্রার্থনা ও ভালবাসা আমারই প্রয়োজন—তোমাদের সকলের প্রার্থনা মিলিত করে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন কর, যেন সিরিয়ার মণ্ডলী তোমাদের মণ্ডলীর শিশির লাভে একটু আরাম পাবার যোগ্য হতে পারে।

১৫। যেখান থেকে আমি তোমাদের কাছে লিখছি, এ স্মির্না থেকে এফেসীয়েরা তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে; তোমাদের মত তারাও ঈশ্বরের গৌরবার্থে এখানে উপস্থিত। স্মির্নার ধর্মাধ্যক্ষ পলিকার্পের সঙ্গে সবাই আমাকে সবদিক দিয়ে সান্ত্বনা দিল। অন্যান্য মণ্ডলীও যীশুখ্রীষ্টের সম্মানার্থে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

ঈশ্বরে স্থিতমূল ও একাত্ম হও যেন সেই অবিচ্ছেদ্য আত্মাকে লাভ করতে পার, যে আত্মা স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট।

(ক) সাম ১:৩।
(খ) সেসময় সিরিয়ায় অবস্থিত আন্তিওখিয়া-মণ্ডলী তীব্র নির্যাতন ভোগ করছিল।

ত্রাল্লীয়দের কাছে ইগ্নাসিউসের পত্র

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত,
—যে মণ্ডলী যীশুখ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্রী,
যা ঈশ্বরের মনোনীতা ও ঈশ্বরের যোগ্যা,
যা যীশুখ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ দ্বারা দেহে ও আত্মায় শান্তি ভোগ করে
—আমাদের আশা সেই যে যীশুখ্রীষ্ট যাঁর মধ্যে পুনরুত্থানের প্রত্যাশায় আছি—
এশিয়ার ত্রাল্লাতে স্থিত সেই পবিত্র মণ্ডলীর সমীপে:
আমি প্রৈরিতিক প্রথা অনুযায়ী আত্মার পূর্ণতায় তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি,
অশেষ শুভেচ্ছা নিবেদন করছি।

১। আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের মন—অভ্যাসমত নয়, স্বভাবগুণেই বরং!—অনিন্দনীয়, ও পরীক্ষায় দ্বিধাগ্রস্ত নয়। একথা তোমাদের ধর্মাধ্যক্ষ পলিবিওস তখন আমাকে দেখিয়েছেন, যখন ঈশ্বরের ও যীশুখ্রীষ্টের ইচ্ছা অনুসারে তিনি যীশুখ্রীষ্টের জন্য বন্দি এই আমাকে স্মির্নায় দেখতে এসে আমার সঙ্গে অধিক আনন্দ করেছেন, আর এতে আমি তাঁর মধ্যে তোমাদের গোটা মণ্ডলীরই দর্শন পেয়েছি। [২] তাই ঈশ্বর-অনুযায়ী তোমাদের সদিচ্ছা [ক] তাঁর মধ্য দিয়ে গ্রহণ করে আমি ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করেছি, কারণ তোমাদের ঈশ্বরের অনুকারী বলে পেয়েছি, যেইভাবে শুনেছিলাম।

২। কেননা তোমরা যখন ধর্মাধ্যক্ষের প্রতি এমন বাধ্যতা দেখাও ঠিক যেন যীশুখ্রীষ্টেরই প্রতি, তখন আমার কাছে একথা স্পষ্ট যে, তোমরা মানুষ অনুসারে নয়, সেই যীশুখ্রীষ্ট অনুসারেই জীবনযাপন কর, যিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন যাতে তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বাস করে তোমরা মৃত্যু এড়াতে পার।

[২] অতএব প্রয়োজন রয়েছে, তোমরা যেভাবে করে আসছ, সেভাবে যেন ধর্মাধ্যক্ষকে ছাড়া কিছু না কর, কিন্তু প্রবীণবর্গের প্রতিও এমন বাধ্যতা দেখাও যা আমাদের আশা-যীশুখ্রীষ্টের প্রেরিতদূতদের প্রতিই যোগ্য, যাতে করে আমরা তাঁর সহভাগিতায় আশ্রয় পেতে পারি।

[৩] এও প্রয়োজন, যাঁরা যীশুখ্রীষ্টের রহস্যগুলির পরিসেবক, তাঁরা যেন সর্ববিষয়ে সকল মানুষের গ্রহণীয় হন, কেননা তাঁরা খাদ্য ও পানীয়ের নয়, ঈশ্বরের মণ্ডলীরই পরিসেবক; যার ফলে তাঁদের পক্ষে সমস্ত দোষ থেকে আগুন থেকেই যেন দূরে থাকা একান্ত দরকার।

(ক) 'সদিচ্ছা' অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক সান্ত্বনাদানের সঙ্গে অর্থদান।

৩। একই প্রকারে সকলে পরিসেবকদের প্রতি এমন সম্মান দেখাবে ঠিক যেন খ্রীষ্টকে দেখায়, ধর্মাধ্যক্ষকেও সম্মান দেখাবে যিনি পিতার দৃশ্য উপস্থিতি, প্রবীণদের প্রতিও সম্মান দেখাবে যাঁরা ঈশ্বরের সংসদ ও প্রেরিতদূতদের সভা স্বরূপ। এঁদের ছাড়া ‘মণ্ডলী’ এ কথাও উত্থাপন করা চলে না। [২] তোমরা এ সমস্ত কিছু মেনে নাও, এবিষয়ে আমি নিশ্চিত; কারণ তোমাদের ধর্মাধ্যক্ষে আমি তোমাদের ভালবাসার প্রমাণ পেয়েছি, আর সেই প্রমাণ আমার সঙ্গে রয়েছে—হ্যাঁ, তোমাদের ধর্মাধ্যক্ষের আচরণ সত্যি মহাশিক্ষা স্বরূপ, ও তাঁর কোমলতা শক্তি; আর আমি মনে করি ঈশ্বরভক্ত নয় [ক] যারা তারাও তাঁকে সম্মান করে। [৩] এবিষয়ে তোমাদের আরও কড়া কথা লিখতাম [খ], কিন্তু তোমাদের ভালবাসি বিধায় নিজেকে সংযত রাখি; তাছাড়া, নিতান্ত বন্দি যে আমি, নিজের বিষয়ে আমার এমন উচ্চ ধারণা নেই যে প্রেরিতদূতেরই মত তোমাদের আদেশ দেব।

৪। ঈশ্বর বহুরূপেই আমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করছেন, আমি কিন্তু নিজেকে সংযত রাখি পাছে আত্মগর্বে পতিত হই [গ]; আসলে আপাতত আমার পক্ষে ভীত হওয়া ও যারা আমাকে স্ফীত করে তাদের কথায় কান না দেওয়া অনেক ভাল, কেননা যারা সেইভাবে আমার প্রশংসা করছে, তারা আমাকে কশাঘাতই করছে। [২] হ্যাঁ, আমি যন্ত্রণাভোগ করতে আকাঙ্ক্ষা করি বটে, কিন্তু জানি না, আমি যোগ্য কিনা। আমার আগ্রহ অনেকের কাছে তত প্রকাশ্য নয়, কিন্তু আমাকে অবিরতই পীড়ন করছে। অতএব আমার পক্ষে সেই বিনম্রতা দরকার, যা দ্বারা এসংসারের অধিপতিকে বিনাশ করা হয়।

৫। আমি কি তোমাদের কাছে স্বর্গীয় বিষয় লিখতে পারি না? পারি, কিন্তু আমার ভয় আছে তোমাদের ক্ষতিই করব যেহেতু তোমরা শিশু! আমাকে ক্ষমা কর: আমি তো নিজেকে সংযত রাখি তোমরা যা গিলতে পার না তাতে যেন তোমাদের শ্বাস রুদ্ধ না হয় [ঘ]। [২] কেননা আমি নিজেও, যদিও শেকলাবদ্ধ এবং স্বর্গীয় বিষয়, স্বর্গদূতদের শ্রেণি-সকল, স্বর্গীয় জীবদের বাহিনী ও দৃশ্য-অদৃশ্য বিষয়গুলো উপলব্ধি করতে সক্ষম, তবুও এর জন্যই যে আমি প্রকৃত শিষ্য তা নয়। কেননা আমরা এখনও এমন বহু বিষয়ের অভাবী যে হয় তো ঈশ্বরের বিষয়েও অভাবী!

৬। আমি তোমাদের অনুরোধ করি—আসলে আমি নয়, যীশুখ্রীষ্টের ভালবাসাই তোমাদের অনুরোধ করে: তোমরা কেবল খ্রীষ্টীয় শিক্ষাই খাদ্যরূপে গ্রহণ কর, অদ্ভুত

(ক) ‘ঈশ্বরভক্ত নয়’ বলতে বিধর্মীদের বোঝায়।
(খ) সম্ভবত খ্রীষ্টভক্তদের ও মণ্ডলীর অধিকারপ্রাপ্ত সেবকদের মধ্যে সুসম্পর্ক তত উজ্জ্বল ছিল না।
(গ) যীশুর খাতিরে নির্যাতন ভোগ করছেন বলে ইগ্নাসিউস গর্বিত, তবু এবিষয়ে সচেতন যে অতিরিক্ত গর্ব করা মানুষকে কখনও মানায় না।
(ঘ) ১ করি ২:২ দ্রঃ।

খাদ্য তথা ভ্রান্তমত এড়াও [ক]। [২] নিজেদের বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য যারা যীশুখ্রীষ্টকে ও তাদের নিজেদের ভ্রান্তমত মেশায়, তারা কেমন যেন মিষ্ট আঙুররসের সঙ্গে মারাত্মক বিষ মেশায়। তাতে অজ্ঞ যারা, তারা আনন্দের সঙ্গেই তা গ্রহণ করে, কিন্তু সেই বিষযুক্ত মধুরতায়ই তাদের মরণ!

৭। সুতরাং, ওদের বিষয়ে সাবধান থাক! আর তেমনটি ঘটবে তোমরা যদি গর্বে স্ফীত না হও ও ঈশ্বর-যীশুখ্রীষ্ট থেকে, ধর্মাধ্যক্ষ থেকে, ও প্রেরিতদূতদের আদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন না হও। [২] যে পরমপবিত্রধামে থাকে, সে শুচি, কিন্তু যে পরমপবিত্রধামের বাইরে থাকে, সে অশুচি: অর্থাৎ কিনা, যে কেউ ধর্মাধ্যক্ষকে ছাড়া, ও প্রবীণবর্গ ও পরিসেবকদের ছাড়া কিছু করে, বিবেকে সে শুচি নয়।

৮। আমি তেমন কিছু তোমাদের মধ্যে পেয়েছি, এমন নয়; আমি কিন্তু তোমাদের সাবধান করছি, কারণ তোমরা আমার কাছে প্রিয়, আর আমি আগে থেকেই শয়তানের প্রবঞ্চনা দেখতে পাই। তোমরা বিনম্রতা পরিধান কর ও বিশ্বাসে নবীকৃত হও, যে বিশ্বাস প্রভুর মাংস; ভালবাসায়ও নবীকৃত হও, যে ভালবাসা যীশুখ্রীষ্টের রক্ত। [২] তোমাদের মধ্যে যেন পরের বিরুদ্ধে কারও কিছু না থাকে; মুষ্টিমেয় লোকদের কারণে ঈশ্বরের জনসভা নিন্দার পাত্র হবে, এমন সুযোগ বিধর্মীদের দিয়ো না; কেননা লেখা আছে, *তাকে ধিক্, যার কারণে আমার নাম নিন্দার বস্তু* [খ]।

৯। তাই যখন কেউ তোমাদের কাছে যীশুখ্রীষ্ট বিষয়ে ছাড়া অন্য কথা বলে, তখন তোমরা বধির হও—কেননা খ্রীষ্টই তিনি, যিনি দাউদবংশধর ও মারীয়ার পুত্র, যিনি সত্যিই জন্ম নিলেন, খেলেন ও পান করলেন, পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে সত্যি নির্যাতিত হলেন, সত্যি ক্রুশবিদ্ধ হলেন, ও স্বর্গ মর্ত ও পাতালের দৃষ্টিগোচরে মৃত্যুবরণ করলেন। [২] তিনি সত্যিই মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন, কেননা তাঁর পিতাই তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন, আর সেইভাবে তাঁর পিতা খ্রীষ্টযীশুতে আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন, যারা তাঁকেই বিশ্বাস করি যাঁকে ছাড়া প্রকৃত জীবন আমাদের নেই।

১০। কিন্তু, ঈশ্বরভক্ত নয় অর্থাৎ বিশ্বাসহীন কেউ কেউ যেমনটি সমর্থন করে, খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ যদি অসার অভিনয় মাত্র (আসলে তারাই অসার অভিনয় মাত্র!), তাহলে

(ক) পরবর্তী কথা থেকে অনুমান করা যায়, ভ্রান্তমতটা সেই গ্রীক জ্ঞানমার্গ অনুযায়ী ছিল যা যীশুকে প্রকৃত মানুষ বলে অস্বীকার করত: সেই মত অনুসারে, মানুষ হিসাবে যীশু যা যা করেছিলেন ও ভোগ করেছিলেন, তা বাস্তব নয়। উদাহরণস্বরূপ, ওরা বলত, যন্ত্রণাভোগের সময়ে যীশু প্রকৃতপক্ষে কোনও যন্ত্রণা ভোগ করেননি; তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুবরণ অভিনয়ই মাত্র ছিল।
(খ) ইসা ৫২:৫।

কেন আমি শেকলাবদ্ধ? কেন বন্য জন্তুর সঙ্গে লড়াই করতে বাসনা করি? অবস্থা তেমনটি হলে তবে আমি বৃথাই মরতে বসেছি। এমনকি, প্রভুর বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছি!

১১। অতএব, তোমরা এ সমস্ত আগাছা এড়াও, কারণ এগুলো মৃত্যুজনক ফল ফলায়, আর তা খেলেই মানুষ মরে; কেননা এগুলো পিতার রোপিত গাছ নয়; যদি হত, তবে ক্রুশেরই শাখার মত দেখাত ও তাদের ফল অক্ষয়শীল হত—সেই ক্রুশ দ্বারাই তো খ্রীষ্ট নিজ যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে নিজ অঙ্গগুলো এ তোমাদেরই আহ্বান করেন। ফলে মাথা অঙ্গগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না, কারণ ঐক্য যে ঈশ্বর, তিনি সেই ঐক্য দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

১২। আমি স্মির্না থেকে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীগুলোর সঙ্গেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, যেগুলো আমাদের সঙ্গে এখানে উপস্থিত রয়েছে ও আমাকে দেহে ও আত্মায় আরাম দিয়েছে। [২] ঈশ্বরের কাছে যেন পৌঁছতে পারি, আমি এ প্রার্থনা করতে করতে, যীশুখ্রীষ্টের খাতিরে যে শেকল বহন করে বেড়াচ্ছি, আমার এ শেকল তোমাদের অনুরোধ করে: তোমাদের এ একাত্মতায় ও পারস্পরিক প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান হও। কেননা এ সমীচীন যে, তোমরা ও বিশেষভাবে প্রবীণবর্গ ধর্মাধ্যক্ষকে আরাম দেবে—পিতা, যীশুখ্রীষ্ট ও প্রেরিতদূতদের সম্মানার্থে। [৩] আমি তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি, আমার এ পত্রের বাণী তোমরা ভালবাসায় শোন, যাতে আমার এ পত্র তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী স্বরূপ হয়ে না দাঁড়ায়। আমার জন্যও প্রার্থনা কর, কারণ ঈশ্বরের দয়া ও তোমাদের ভালবাসা আমার পক্ষে খুবই প্রয়োজন, আমি যেন লাভ করতে পারি সেই উত্তরাধিকার যা পেতে যাচ্ছি, ও তেমন উত্তরাধিকারের অযোগ্য বলে যেন পরিগণিত না হই।

১৩। স্মির্নাবাসীদের ও এফেসীয়দের ভালবাসা তোমাদের শুভেচ্ছা জানায়: তোমাদের প্রার্থনায় সিরিয়ার সেই মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ, যার নাম বহন করতে আমি যোগ্য নই—আমি যে তার সদস্যদের নিম্নতম!

[২] যীশুখ্রীষ্টে তোমাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। ধর্মাধ্যক্ষের প্রতি এমন বাধ্য হও, ঠিক যেন ঐশবিধানের প্রতি; প্রবীণবর্গের প্রতিও বাধ্য হও। তোমরা প্রত্যেকে অবিচ্ছেদ্য হৃদয়ে পরস্পরকে ভালবাস।

[৩] আমার প্রাণ তোমাদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত—এখন শুধু নয়, যখন ঈশ্বরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হব, তখনও। কেননা আমি এখনও বিপদের সম্মুখীন, কিন্তু বিশ্বস্ত যিনি, সেই পিতা তোমাদের ও আমার প্রার্থনা যীশুখ্রীষ্টে পূরণ করবেন। তোমরা যেন তাঁর মধ্যে অনিন্দ্য হয়েই স্থান পেতে পার।

রোমীয়দের কাছে ইগ্নাসিউসের পত্র

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত,

পরাৎপর পিতার ও তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুখ্রীষ্টের মহত্ত্বে দয়ার পাত্রী সেই মণ্ডলীর সমীপে,

যে মণ্ডলী আমাদের ঈশ্বর সেই যীশুখ্রীষ্টের বিশ্বাস ও ভালবাসা অনুসারে তাঁরই ভালবাসার পাত্রী

ও তাঁরই ইচ্ছা দ্বারা আলোকিতা, নিখিল বিশ্বই যাঁর ইচ্ছার প্রকাশ;

যে মণ্ডলী রোম অঞ্চলের রাজধানীতে প্রধান আসনের অধিকারী

—ঈশ্বরের যোগ্য, সম্মান, আশীর্বাদ ও প্রশংসার যোগ্য, যত সমৃদ্ধি ও পবিত্রতার যোগ্য যে মণ্ডলী;

যে মণ্ডলী ভালবাসায় প্রধান আসনের অধিকারী [ক],

খ্রীষ্ট-বিধানের অনুসারী ও পিতার নামে ভূষিতা,

তার কাছে আমি পিতার পুত্র সেই যীশুখ্রীষ্টের নামে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

তাঁর সমস্ত আজ্ঞা পালনে যারা দেহে ও আত্মায় মিলিত,

ঈশ্বরের অনুগ্রহে অবিচ্ছেদ্য ভাবে পরিপূর্ণ ও সমস্ত কলঙ্ক থেকে পরিশুদ্ধ,

তাদের কাছে আমি আমাদের ঈশ্বর সেই যীশুখ্রীষ্টে শাশ্বত পরমানন্দ-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

১। ঈশ্বরের যোগ্য তোমাদের শ্রীমুখ দেখবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রে—যার ফলে যা বাসনা করছিলাম তার চেয়ে অধিক লাভ করেছি—আমি এখন যীশুখ্রীষ্টে শেকলাবদ্ধ হয়ে তোমাদের কাছে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাবার আশা রাখছি—অবশ্য, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা তেমন লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাকে যোগ্য করে তোলে, তবেই। [২] সূচনা ভালই হয়েছে: আমার উত্তরাধিকারের কাছে অবাধে পৌঁছা, আহা, আমি যেন তেমন অনুগ্রহ পেতে পারি! কেননা আমার ভয় হচ্ছে, তোমাদের ভালবাসা আমার অপকার করবে [খ]; কারণ যা ইচ্ছা কর তা পাওয়া তোমাদের পক্ষে সহজ, কিন্তু তোমরা আমাকে না বাঁচালে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছা আমার পক্ষে কঠিন।

(ক) ইগ্নাসিউসের এই উক্তিতে, সার্বজনীন খ্রীষ্টমণ্ডলীতে রোম-মণ্ডলীর যে প্রাধান্যের অধিকার, তা সুন্দরভাবে ও নির্ভুলভাবে ব্যক্ত। এই পত্র ঠিক তেমন মণ্ডলীর কাছে নিবেদিত বলেই পত্রের সূচনা ইগ্নাসিউসের অন্যান্য পত্রের সূচনা অপেক্ষা অধিক গাম্ভীর্যপূর্ণ।

(খ) ইগ্নাসিউস ভয় করছেন রোম-মণ্ডলীর বিশ্বাসীগণ সম্রাটের কাছে আবেদন জানিয়ে এমনটি করবে যেন ইগ্নাসিউস সাক্ষ্যমরণ থেকে রেহাই পান। কিন্তু তিনি সাক্ষ্যমরণটি আকাঙ্ক্ষাই করছেন। এটিই পত্র লেখার উদ্দেশ্য।

২। আসলে আমি চাই না তোমরা মানুষকে সন্তুষ্ট করবে, বরং সেই ঈশ্বরকেই সন্তুষ্ট করবে যাঁর কাছে তোমরা গ্রহণযোগ্য; কেননা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার তেমন সুযোগ আমি আর পাব না; নীরব থাকলে তোমরাও শ্রেয়তর কাজে সম্মতিদান করতে পারবে না। কারণ তোমরা আমার বিষয়ে নীরব থাকলে আমি ঈশ্বরের বাণী হয়ে উঠব, তোমরা কিন্তু আমার দেহকে প্রশ্রয় দিলে আমি আবার অসার শব্দ মাত্রই হব [ক]। [২] তোমরা এর চেয়ে আমাকে কিছুই মঞ্জুর করো না: বেদি যখন ইতিমধ্যে প্রস্তুত রয়েছে, তখন আমি যেন ঈশ্বরের কাছে বলীকৃত হতে পারি। তবেই ভালবাসায় এক সুর হয়ে উঠে তোমরা পিতার কাছে খ্রীষ্টে গান করতে পারবে, কারণ ঈশ্বর প্রসন্ন হয়ে সিরিয়ার ধর্মাধ্যক্ষের উপর দৃষ্টিপাত করে তাকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে নিয়ে এলেন। ঈশ্বরের লক্ষ্যে সংসারের কাছে অস্তগমন করা যাতে তাঁর কাছে পুনরুত্থান করতে পারি, আহা, কতই না সুন্দর!

৩। তোমরা কাউকে কখনও প্রতারণা করনি, তোমরা অন্যদের শিক্ষাই দিয়েছ [খ]। আমার ইচ্ছা, শিক্ষাদানে যা নির্দেশ কর, তোমরা নিজেরা তা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করবে। [২] আমার জন্য তোমরা কেবল শক্তি প্রার্থনা কর—আন্তরিক ও বাহ্যিক শক্তি—আমার যেন কথা শুধু নয়, ইচ্ছাও থাকে; আমি যেন কথায় শুধু নয়, কাজেও খ্রীষ্টান বলে পরিচয় দিতে পারি। কারণ আমি যদি তেমন স্বীকৃতি পেতে পারি, তাহলে নিজেও খ্রীষ্টান বলে পরিচয় দিতে পারব, আর এজগৎ থেকে অদৃশ্য হওয়ার পরে বিশ্বস্ত বলে পরিগণিত হতে পারব। [৩] যা কিছু দৃশ্য তা ভাল নয়; কারণ পিতার মধ্যে থাকায় আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টই স্পষ্টতর ভাবে দৃশ্য। খ্রীষ্টাদর্শ যখন সংসারের ঘৃণার পাত্র, তখনই যুক্তির নয় বরং ঐশমাহাত্ম্যের ফল বলে প্রমাণিত [গ]।

৪। আমি সকল মণ্ডলীর কাছে লিখছি সকলে যেন জানতে পারে যে, আমি ঈশ্বরের খাতিরেই মৃত্যু বরণ করতে উদ্যত হচ্ছি—তোমরা যদি আমাকে বাধা না দাও। তোমাদের অনুরোধ করছি, আমার প্রতি অযথা মমতা দেখিয়ো না। এমনটি হতে দাও আমি যেন পশুদের খাদ্য হতে পারি, সেই পশুদের দ্বারাই তো আমি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারব! আমি তো ঈশ্বরের গম, হিংস্র পশুদের দাঁতে আমাকে চূর্ণ হওয়াই দরকার যেন খ্রীষ্টের বিশুদ্ধ রুটি হতে পারি। [২] তোমরা বরং সেই পশুদের উত্তেজিতই কর, তারা যেন আমার সমাধি হতে পারে, তারা যেন আমার দেহের চিহ্ন মাত্রও না রাখে; তবে নিদ্রা গিয়ে আমি কারও বোঝা হব না। জগৎ যখন আমার

(ক) খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিশ্বাস-সম্প্রসারণকর্ম মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উপরে নয়, খ্রীষ্টের বিষয়ে তার সাক্ষ্যদানের শক্তির উপরেই নির্ভর করে। অন্য কথায়, মণ্ডলী এমন বিশ্বাস দেখাবে যা খ্রীষ্টের খাতিরে প্রাণরক্ষাও তুচ্ছ করে।

(খ) এখানে খ্রীষ্টীয় সাহস ও সাক্ষ্যমরণ সংক্রান্ত শিক্ষারই কথা ইঙ্গিত করে হচ্ছে।

(গ) মথি ৫:১০-১২ দ্রঃ।

দেহকেও দেখতে পাবে না, তখনই আমি যীশুখ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্য হয়ে উঠব। আমার হয়ে তোমরা খ্রীষ্টের কাছে যাচনা কর, সেই পশুদের মধ্য দিয়ে আমি যেন বলি হয়ে উঠতে পারি। ³ পিতর ও পলের মত আমি তোমাদের আদেশ দিচ্ছি না, তাঁরা তো প্রেরিতদূত ছিলেন, আমি দণ্ডিত মানুষ; তাঁরা স্বাধীন ছিলেন, আমি এখনও ক্রীতদাস। তবু মৃত্যু বরণ করলে আমি যীশুখ্রীষ্টের স্বাধীনকৃত মানুষ হয়ে উঠব ও তাঁর মধ্যে স্বাধীন বলে পুনরুত্থান করব। এখন, এই শেকলাবদ্ধ অবস্থায়, আমি অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা না করতে শিখছি।

৫। সিরিয়া থেকে রোম পর্যন্ত আমি হিংস্র পশুদের সঙ্গে সংগ্রাম করে আসছি, স্থলভূমিতে ও সমুদ্রে, দিবারাত্র, দশটা চিতাবাঘের সঙ্গে শেকলাবদ্ধ হয়ে—অর্থাৎ সেই সৈন্যদল যারা আমার মঙ্গলভাব সত্ত্বেও অধিক দুর্ব্যবহার করে। তাদের অপকর্মের ফলে আমি অধিক শিষ্য হয়ে উঠি, *কিন্তু এতে যে আমি নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে দাঁড়াই, তা নয়* (ক)। ² আমার জন্য প্রস্তুত করা যে পশু, আমি তাদের আকাঙ্ক্ষা করছি; প্রার্থনা করি, তারাও আমার জন্য প্রস্তুত হবে। এমনকি আমি তাদের উত্তেজিত করব তারা যেন সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে গ্রাস করে; কয়েকজনের বেলায় যেমন ঘটেছে, তেমন কিছু যেন না ঘটে যে, নরম হওয়ায় তারা তাদের স্পর্শ করল না; তারা নিজে থেকে ইচ্ছা না করলেও আমি জোর প্রয়োগেই তাদের বাধ্য করব।

³ আমাকে ক্ষমা কর: আমার পক্ষে যা উপকার তা আমি জানি; আমি এখনই শিষ্য হতে শুরু করছি। দৃশ্য কি অদৃশ্য কোন কিছু যেন যীশুখ্রীষ্টের কাছে পৌঁছনোর পথে বাধা না দেয়। আগুন, ক্রুশ, হিংস্র পশুর আক্রমণ, দেহ-ছিঁড়াছিঁড়ি, দেহ-বিদারণ, হাড়ভাঙ্গন, অঙ্গচূর্ণন, সর্বাঙ্গীণ গুঁড়াকরণ, শয়তানের হিংস্রতম পীড়াপীড়ি: সবই আসুক আমার উপর! আমি কিন্তু যেন যীশুখ্রীষ্টের কাছে পৌঁছতে পারি।

৬। পৃথিবীর প্রান্তসীমা বা ইহলোকের রাজ্য সকল আমার কোন উপকারের নয়!(খ) পৃথিবীর সকল প্রান্তের রাজা হওয়ার চেয়ে আমার পক্ষে খ্রীষ্টযীশুতে মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয়। আমি তাঁরই অন্বেষণ করছি যিনি আমাদের খাতিরে মৃত্যু বরণ করলেন। আমি তাঁরই আকাঙ্ক্ষা করছি যিনি আমাদের জন্য পুনরুত্থান করলেন। আমার প্রসবযন্ত্রণা এবার উপস্থিত।

² ভ্রাতৃগণ, আমাকে ক্ষমা কর! আমার জীবনে বাধা দিয়ো না (গ), আমার মৃত্যু ইচ্ছা করো না। যে ঈশ্বরের হতে আকাঙ্ক্ষা করে, তোমরা তাকে সংসারের হাতে সঁপে দিয়ো না, বাহ্যিক বিষয়বস্তু দিয়ে তাকে প্রবঞ্চনা করো না। আমাকে সেই বিশুদ্ধ

(ক) ১ করি ৪:৪। ইগ্নাসিউস বলতে চান, তিনি যা যা সহ্য করে আসছেন, ঈশ্বরের বিচারে নির্দোষ বলে সাব্যস্ত হবার জন্য তাও যথেষ্ট নয়।
(খ) মথি ৮:৩৬।
(গ) মার্ক ৮:৩৫।

আলো পেতে দাও, সেখানে পৌঁছেই তো আমি মানুষ হয়ে উঠব। [৩] আমাকে আমার ঈশ্বরের যন্ত্রণাভোগ অনুকরণ করতে দাও। যার অন্তরে তিনি আছেন, সে বুঝুক আমি কী ইচ্ছা করছি; আমার মনোবেদনা জেনে সে আমার সহবেদনশীল হোক।

৭। এজগতের অধিপতি আমাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করতে চায়, ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট আমার মন বিকৃত করতে চায়। তোমাদের কেউই যেন তাকে সাহায্য না করে; তোমরা বরং আমার পক্ষে, অর্থাৎ ঈশ্বরেরই পক্ষে দাঁড়াও। ওষ্ঠে যীশুখ্রীষ্ট ও অন্তরে জগৎ, তেমন কিছু সহ্য করো না। [২] তোমাদের মধ্যে হিংসা যেন স্থান না পায়। আমি এসে তোমাদের মিনতি করলেও তোমরা আমার কথায় মন দিয়ো না [ক]; এখন যা লিখছি, তোমরা বরং তাই মেনে নাও; কারণ জীবিত হয়েও আমি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষী হয়েই তোমাদের লিখছি। আমার লালসা ক্রুশে দেওয়া হয়েছে; পার্থিব প্রেমের আগুন আমার মধ্যে নেই, আছে বরং এমন জীবন্ত জল [খ] যা আমার মধ্যে কথা বলছে ও অন্তর থেকে আমাকে বলছে, 'পিতার কাছে এসো।'

[৩] ক্ষয়শীল খাদ্যে বা এজীবনের লালসায় আমি আর স্বাদ পাচ্ছি না। আমি বরং চাই সেই ঈশ্বরের রুটি [গ] যা দাউদ-বংশীয় যীশুখ্রীষ্টের [ঘ] মাংস; পানীয়রূপে চাই তাঁর সেই রক্ত, যা অক্ষয় ভালবাসা।

৮। মানব জীবন অনুসারে জীবনযাপন করা আমার আর ইচ্ছে নেই; তোমরা ইচ্ছা করলে আমার তাই ঘটবে; তোমরা তাই ইচ্ছা কর, তবে তোমরাও হয়ে উঠবে তাঁর ইচ্ছার পাত্র। [২] স্বল্প কথায় তোমাদের কাছে যাচনা করছি, আমাকে বিশ্বাস কর। স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টই তোমাদের কাছে স্পষ্ট দেখাবেন যে আমি সত্যকথা বলছি: তিনি সেই ছলনাহীন মুখ, যা দিয়ে পিতা সত্যিকারে কথা বললেন।

[৩] আমার জন্য প্রার্থনা কর, আমি যেন তাঁর কাছে পৌঁছতে পারি। আমি মাংস অনুসারে নয়, ঈশ্বরের মন অনুসারেই তোমাদের কাছে লিখেছি। আমি মৃত্যুবরণ করলে তা হবে তোমাদের শুভেচ্ছার চিহ্ন; আমি পরিত্যক্ত হলে তা হবে তোমাদের ঘৃণার চিহ্ন।

৯। তোমাদের প্রার্থনায় সিরিয়ার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ, আমার স্থানে ঈশ্বরই যার পালক। কেবল যীশুখ্রীষ্ট ও তোমাদের ভালবাসাই সেই মণ্ডলীর ধর্মাধ্যক্ষ হবেন। [২] আমার বেলায় আমি তো তাদের একজন বলে অভিহিত হতে লজ্জা বোধ করি,

---

(ক) ইগ্নাসিউস এবিষয়ে সচেতন যে, সাক্ষ্যমরণের প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও মানুষ হিসাবে তিনিও দুর্বলতা দ্বারা চিহ্নিত, যে দুর্বলতা যীশুকে অস্বীকার করতে ও নিজেকে বাঁচাতে মানুষকে প্ররোচনা দেয়।
(খ) 'জীবন্ত জল' বলতে পবিত্র আত্মাকে বোঝায়; যোহন ৭:৩৮-৩৯।
(গ) যোহন ৬:৩৩ দ্রঃ।
(ঘ) যোহন ৭:৪২; রো ১:৩; ২ তিমথি ২:৮।

কারণ আমি অযোগ্য, তাদের মধ্যে সবচেয়ে নগণ্য ভক্তজন, আমি তো ভ্রূণ![ক] অথচ যদি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারি, তবেই আমি কিছু হবার জন্য দয়া পাব।

৩ আমার প্রাণ তোমাদের কাছে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছে সেই মণ্ডলীগুলির সঙ্গে, যারা আমাকে পথযাত্রী বলে নয়, বরং যীশুখ্রীষ্টের নামেই গ্রহণ করেছে, কারণ আমার যাত্রাপথের বাইরে অবস্থিত মণ্ডলীগুলিও শহরে শহরে আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে এল।

১০। আমি স্মির্না থেকে অধিক ধন্য এফেসীয়দের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এ পত্র লিখছি। অন্য অনেকের মধ্যে আমার সঙ্গে আমার প্রিয়তম ক্রোকসও আছেন।
২ আমার আগে যারা ঈশ্বরের গৌরবলাভের উদ্দেশ্যে স্মির্না থেকে রোমে পৌঁছে গেছে, আমি মনে করি তোমরা তাদের চেন; তাদের বল, আমি কাছে এসে গেছি; আসলে তারা সকলে ঈশ্বরের ও তোমাদের যোগ্য পাত্র, সব দিক দিয়ে তাদের সান্ত্বনা দেওয়া তোমাদের বাঞ্ছনীয়।

৩ আজ ২৪শে আগস্ট [১০৭] আমি তোমাদের কাছে এ পত্র লিখলাম।

যীশুখ্রীষ্টের সহিষ্ণুতায় শেষ পর্যন্ত বলবান থাক।

(ক) প্রেরিতদূত পলও নিজের বিষয়ে একই কথা বলেছিলেন, ১ করি ১৫:৮-৯।

ফিলাদেল্ফীয়দের কাছে ইগ্নাসিউসের পত্র

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত,
যে মণ্ডলী পিতা ঈশ্বরের ও প্রভু যীশুখ্রীষ্টেরই,
যা দয়ার পাত্রী হয়েছে ও ঈশ্বর থেকে আগত একাত্মতায় স্থিতমূল,
যা প্রভুর যন্ত্রণাভোগের খাতিরে আনন্দে পরিপূর্ণা
ও ঐশদয়া-গুণে তাঁর পুনরুত্থানের বিষয়ে অবিচল নিশ্চয়তায় পরিপূর্ণা,
ফিলাদেল্ফিয়ায় স্থিত সেই মণ্ডলীর সমীপে :
যীশুখ্রীষ্টের রক্তে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

তেমন মণ্ডলীই আমার অনন্ত ও অবিরত আনন্দের আধার, বিশেষভাবে যদি সকলে ধর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে এক হয়, প্রবীণবর্গ ও পরিসেবকদের সঙ্গেও যদি এক হয়, কেননা ধর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে এঁরাও যীশুখ্রীষ্টের মন অনুসারেই নিযুক্ত হয়েছেন, আর তিনি তাঁর আপন পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁর আপন ইচ্ছা অনুসারেই তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১। আমি জানি, সার্বিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে যে সেবাপদ তা তোমাদের ধর্মাধ্যক্ষ নিজে থেকে নয়, মানুষদের কাছ থেকেও নয় [ক], অসার গৌরবের খাতিরেও নয়, বরং পিতা ঈশ্বরের ও প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ভালবাসায় পেয়েছেন। আর তাঁর কোমলতায় স্তম্ভিতই হয়েছিলাম : যারা বহু কথা বলে তাদের বক্তৃতার চেয়ে তাঁর নীরবতা অধিক শক্তিশালী। [২] তাঁর আচরণ আজ্ঞাবলির সঙ্গে এক, ঠিক যেমন সেতারের সঙ্গে তারগুলো এক। তাই তাঁর মনের গুণ ও পরিপক্বতা, এবং তাঁর অবিচল ও শান্তশিষ্ট স্বভাব স্বীকার করে যা দ্বারা তিনি ঈশ্বরের পূর্ণ শান্তিতে বাস করেন, আমার প্রাণ তাঁর ধন্য মন আশীর্বাদ করে।

২। সুতরাং, সত্যকার আলোর সন্তানের মত তোমরা যত বিভেদ ও ভ্রান্তমত এড়িয়ে চল [খ]। আর পালক যেইখানে থাকেন, মেষের মত সেইখানে তাঁর অনুসরণ কর। [২] কেননা বহু নেকড়ে রয়েছে যেগুলো বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়, আর তারা মিষ্ট আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়ে তাদেরই ভোলায় যারা প্রভুর রঙ্গভূমিতে দৌড়চ্ছে। কিন্তু তোমরা ঐক্যবদ্ধ হলে তারা তোমাদের মধ্যে কোন স্থান পাবে না।

(ক) গালাতীয় ১:১ দ্রঃ।
(খ) ভ্রান্তমত সম্বন্ধে টীকা ৬, পৃঃ ৭০ দ্রঃ।

৩। সেই সমস্ত আগাছা থেকে দূরে থেক যীশুখ্রীষ্ট যেগুলোর চাষী নন যেহেতু সেগুলো পিতার চাষ নয় (ক)।

তোমাদের মধ্যে বিভেদের কোন ইঙ্গিত পেয়েছি তেমন নয়, পেয়েছি বাছাই করার ক্ষমতা (খ)। ২ বস্তুতপক্ষে যারা ঈশ্বরের ও যীশুখ্রীষ্টের, তারা ধর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে থাকে; আর যারা অনুতপ্ত হয়ে মণ্ডলীর ঐক্যে ফেরে তারাও ঈশ্বরের হবে ও যীশুখ্রীষ্টের মন অনুসারে জীবনধারণ করবে। ৩ ভ্রাতৃগণ, নিজেদের প্রবঞ্চিত হতে দিয়ো না: যারা বিভেদ সৃষ্টি করে যে কেউ তাদের অনুসরণ করে সে ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না (গ)। যে কেউ ভ্রান্তমত অনুসারে চলে, সে [প্রভুর] যন্ত্রণাভোগের সহভাগী নয়।

৪। এক-ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠানেরই অংশী হবার জন্য সচেষ্ট থাক: কেননা আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের মাংস তো এক, তাঁর রক্তের সঙ্গে ঐক্যলাভের জন্য যে পানপাত্র, তাও এক; বেদি এক, যেভাবে আমার সহ-দাস সেই প্রবীণবর্গ ও সেই পরিসেবকদের সঙ্গে ধর্মাধ্যক্ষও এক (ঘ)। কেবল এভাবে আচরণ করলেই তোমরা ঈশ্বরের মন অনুসারে আচরণ করবে।

৫। ভ্রাতৃগণ, তোমাদের জন্য আমি ভালবাসায় উপচে পড়ি, এবং তোমাদের নিরাপদ রাখতে পারছি বলে অত্যন্ত আনন্দিত: আসলে আমি নয়, সেই যীশুখ্রীষ্টই আনন্দিত। তাঁরই খাতিরে আমি শেকলাবদ্ধ, কিন্তু তবুও আমার এখনও যথেষ্ট ভয় আছে যেহেতু এখনও আমি তত সিদ্ধতামণ্ডিত নই: কেবল তোমাদের প্রার্থনাই আমাকে ঈশ্বরের জন্য সিদ্ধতামণ্ডিত করবে, আর তখনই, সেই সুসমাচারে আশ্রয় নিয়ে যা খ্রীষ্টের মাংস ও মণ্ডলীর প্রবীণবর্গ সেই প্রেরিতদূতদেরও আশ্রয় নিয়ে, আমি সেই উত্তরাধিকারে গিয়ে পৌঁছতে পারব যা আমার জন্য দয়ার খাতিরেই নিরূপিত।

২ এসো, নবীদেরও ভালবাসি, কেননা তাঁরাও সুসমাচার প্রচার করেছেন ও তাঁর মধ্যে আশা রেখে তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছেন, আর এজন্যই পরিত্রাণ পাবেন যেহেতু খ্রীষ্টের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ (ঙ): তাঁরা ছিলেন পবিত্র, ভালবাসা ও শ্রোদ্ধার যোগ্য, এবং যীশুখ্রীষ্টের প্রশংসা পাবার ও সাধারণ আশার সুসমাচারে পরিগণিত হবার যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন।

(ক) মথি ১৫:১৩।
(খ) উল্লিখিত 'বাছাই করার ক্ষমতা'র ফলে মণ্ডলীর ভ্রান্তমতপন্থী দলকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
(গ) ১ করি ৬:৯-১০।
(ঘ) ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠান ও মণ্ডলীর অধিকারপ্রাপ্ত সেবকদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক লক্ষণীয়: যেহেতু সেবকদের প্রধান কর্তব্য উপাসনা সংক্রান্ত, সেজন্য ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ও সেবকদের কর্তব্যের লক্ষ্য মূলত এক, তথা মণ্ডলীভুক্তদের যীশুর সঙ্গে যুক্ত করা।
(ঙ) প্রাক্তন সন্ধির নবীগণও যীশুর পরিত্রাণের অংশী; এবিষয়ে টীকা ৭, পৃঃ ৭০ দ্রঃ।

৬। কিন্তু যে কেউ তোমাদের কাছে ইহুদীধর্মের কথা ব্যাখ্যা করে, তাকে শুনো না। অপরিচ্ছেদিত একজনের কাছ থেকে ইহুদীধর্মের কথা শোনার চেয়ে পরিচ্ছেদিত একজনের কাছ থেকে খ্রীষ্টধর্মেরই কথা শোনা শ্রেয় (ক)। কিন্তু তারা দু'জনে যদি যীশুখ্রীষ্টের কথা না বলে, তবে আমার কাছে তারা সমাধিমন্দির মাত্র, এমন করব যার উপরে কেবল মানুষেরই নাম লিখিত।

[২] যত কুসংস্কার ও এজগতের অধিপতির ফাঁদ এড়িয়ে চল পাছে তার চাতুরিতে অভিভূত হয়ে ভ্রাতৃপ্রেমে দুর্বল হও; তোমরা বরং অখণ্ড হৃদয়ে একত্রে সম্মিলিত থাক। [৩] আমি আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তোমাদের বিষয়ে আমার বিবেক পরিষ্কার এবং তোমরা কেউই, প্রকাশ্যেও নয় গোপনেও নয়, বড়াই করতে পার না যে আমি, সামান্য কি বড় বিষয়ে, কারও বোঝা হয়েছি। আর যাদের সঙ্গে কথা বলেছি তাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করি যেন আমার সেই কথা তাদের পক্ষে দণ্ডেই পরিণত না হয়।

৭। কেননা যদিও কেউ জাগতিক দিক দিয়ে আমাকে প্রতারণা করতে ইচ্ছা করেছে, কিন্তু তবুও আত্মা প্রতারিত হয় না, কেননা আত্মা ঈশ্বর থেকেই আগত। আত্মা তো জানে সে কোথা থেকে আসে ও কোথায় যায় (খ), গোপন যত বিষয়ও যাচাই করে। তোমাদের মধ্যে থাকাকালে আমি চিৎকার করেছিলাম, জোর গলায়—স্বয়ং ঈশ্বরেরই গলায়—ঘোষণা করেছিলাম, 'ধর্মাধ্যক্ষ, প্রবীণবর্গ ও পরিসেবকদের সঙ্গে এক হও।' [২] কারও কারও সন্দেহ ছিল, কোন না কোন বিভেদের বিষয়ে অবগত ছিলাম বলেই আমি সেই ধরনের কথা বলেছিলাম; কিন্তু যাঁর খাতিরে আমি শেকলাবদ্ধ তিনি আমার সাক্ষী যে, সেই কথা আমি মানুষের মধ্য দিয়ে জানিনি; আত্মাই বরং এই বলে ঘোষণা করেছিলেন, 'ধর্মাধ্যক্ষকে বাদে তোমরা কিছুই করো না, তোমাদের মাংস ঈশ্বরের মন্দিরের মতই রক্ষা কর, একতা ভালবাস, বিভেদ এড়াও, যীশুখ্রীষ্টের অনুকারী হও যেভাবে তিনিও পিতার অনুকারী।'

৮। সেসময় আমার সাধ্যমতই সবকিছু করেছিলাম যেহেতু সবসময়ই ঐক্য সাধনে আমি সচেষ্ট। কেননা যেখানে ক্রোধ ও অমিল সেখানে ঈশ্বর বাস করেন না। অনুতপ্ত যারা তাদেরই প্রভু ক্ষমা করেন—অবশ্যই, যদি তেমন অনুতাপ ঈশ্বরের নিরূপিত ঐক্য ও ধর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে মিলনের দিকে চালনা করে (গ)। আমি যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহে ভরসা রাখি, তিনি অবশ্যই যত বন্ধন থেকে তোমাদের মুক্ত করবেন।

(ক) অনুমান করা যায় যে, এমন 'অপরিচ্ছেদিত' অর্থাৎ খ্রীষ্টবিশ্বাসী ব্যক্তি ছিল যারা জাতিতে ইহুদী না হলেও নিজেদের প্রচার-বাণীতে ইহুদী প্রথা পালনের উপর জোর দিত।
(খ) যোহন ৩:৮।
(গ) সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত মনপরিবর্তনের চিহ্ন হল মণ্ডলীর অধিকারপ্রাপ্ত সেবকদের সঙ্গে ঐক্য বা পুনর্মিলন পুনঃস্থাপন করা।

[২] তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি যাতে বিবাদের খাতিরে কিছুই না করে বরং খ্রীষ্টের শিক্ষা অনুসারেই সবকিছু কর। তেমন পরামর্শ দিচ্ছি যেহেতু শুনেছি কেউ কেউ একথা বলতে, 'যদি একথা কোন শাস্ত্রে কিংবা সুসমাচারে না পাই, আমি তা বিশ্বাস করব না।'(ক) তখন আমি তাদের বলেছিলাম, 'কিন্তু কথাটা লেখাই আছে।' আর তারা বলছিল, 'তা-ই প্রমাণ করুন!' কিন্তু আমার কাছে শাস্ত্র হল যীশুখ্রীষ্ট, পবিত্র শাস্ত্র হল তাঁর ক্রুশ, তাঁর মৃত্যু, তাঁর পুনরুত্থান ও সেই বিশ্বাস যা তাঁরই মধ্য দিয়ে আমাদের দেওয়া হয়েছে: এসমস্ত বিষয়েই আমি তোমাদের প্রার্থনার সাহায্যে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হতে চাই (খ)।

৯। যাজকগণ উৎকৃষ্ট, কিন্তু পরমপবিত্রস্থান যাঁর কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে সেই মহাযাজক আরও মহান; তিনিই তো ঈশ্বরের যত গোপন কথার একমাত্র রক্ষক। তিনি পিতার সেই দরজা (গ) যার মধ্য দিয়ে আব্রাহাম, ইসায়াক, যাকোব, নবীসকল, প্রেরিতদূতবৃন্দ ও মণ্ডলী প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত।

[২] কিন্তু সুসমাচারের এমন কিছু আছে যা আরও মহৎ যথা: সেই ত্রাণকর্তার আগমন যিনি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও তাঁর পুনরুত্থান। ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র সেই নবীসকল তাঁর কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু সুসমাচারই হল অক্ষয়শীলতার সিদ্ধিস্বরূপ। এসব কিছু ভাল, যদি ভ্রাতৃপ্রেমে বিশ্বাস কর।

১০। আমি এসংবাদ পেয়েছি যে, তোমাদের প্রার্থনা ও খ্রীষ্টীয় করুণার খাতিরে সিরিয়ায় স্থিত আন্তিওখিয়ার মণ্ডলী শান্তি ভোগ করছে (ঘ)। সুতরাং ঈশ্বরের মণ্ডলী বলে তোমাদের উচিত এক পরিসেবক নিযুক্ত করা যিনি এবিষয়ে ঈশ্বরেরই দূতরূপে (ঙ) সেই সম্মিলিত ভাইদের কাছে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাবেন ও ঈশ্বরের

(ক) এই বচনের অর্থ অস্পষ্ট। হয়ত সেই ব্যক্তি এমন দাবি রাখে, খ্রীষ্টধর্মের এক একটা ধারণা প্রাক্তন সন্ধি দ্বারাই প্রমাণিত হবে। বলা বাহুল্য, তেমন দাবি যুক্তিসঙ্গত নয়।

(খ) প্রেরিতদূত পলের শিক্ষা অনুসারে ইগ্নাসিউস বলেন, প্রাক্তন সন্ধির বিধিবিধান-পালন মানুষকে ঈশ্বরের সামনে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করতে অক্ষম। তেমন ধর্মময়তা লাভের জন্য যীশুর সাধিত মুক্তিকর্ম ও যীশুতে বিশ্বাসই যথেষ্ট।

(গ) যোহন ১০:৯। ইগ্নাসিউস প্রাক্তন সন্ধির যাজকত্ব-ব্যবস্থা তুচ্ছ করেন না, কিন্তু হিব্রুদের কাছে পত্রের সঙ্গে একমত হয়ে সেই নব সন্ধির ব্যবস্থারই উৎকৃষ্টতার গুণকীর্তন করেন যা অনুসারে যীশুখ্রীষ্টই প্রকৃত ও অনন্য মহাযাজক।

(ঘ) শান্তি যখন ফিরে এসেছে, তখন তার মানে হল যে ইগ্নাসিউসের রোম যাত্রাকালে খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে সেই নির্যাতন শেষ হয়েছে।

(ঙ) ফিলাদেল্ফীয়দের, স্মির্নীয়দের ও পলিকার্পের কাছে পত্রে দূত পাঠানোর বিষয়ে ইগ্নাসিউসের পরামর্শে অনুমান করা যেতে পারে যে, আন্তিওখিয়া মণ্ডলী নতুন ধর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন করার প্রক্রিয়া শুরু করতে যাচ্ছিল। এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য বিষয় এই যে, সেসময় ধর্মাধ্যক্ষ-নির্বাচনকর্ম সেই গোটা স্থানীয় মণ্ডলীরই দায়িত্ব ছিল, কিন্তু অন্যান্য স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকতেন যাতে সার্বজনীন মণ্ডলীর গভীর ঐক্য প্রকাশিত হয়।

নামকীর্তন করবেন। [২] সুখী সেই ব্যক্তি যে তেমন দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্য বলে পরিগণিত হবে, আর তোমরা সকলেও গৌরবের পাত্র হবে। ইচ্ছা করলে, ঈশ্বরের নামের খাতিরে তেমন কাজ সাধন করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়, যেমনটি পার্শ্ববর্তী মণ্ডলীগুলোও করল: তারা তাদের ধর্মাধ্যক্ষদের পাঠিয়েছে, আর অন্য মণ্ডলীগুলো প্রবীণদের ও পরিসেবকদের পাঠিয়েছে।

১১। পরীক্ষাসিদ্ধ পুরুষ সেই কিলিকিয়ার পরিসেবক ফিলো ঈশ্বরের বাণীপ্রচারে আমাকে সাহায্য করছেন, আর তাঁর সঙ্গে রেউস আগাথোপদও আমাকে সাহায্য করছেন যিনি সিরিয়া থেকে আমাকে অনুসরণ করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন; এঁরা দু'জনে তোমাদের বিষয়ে সুন্দর কথা বলেন; তোমরা তাঁদের গ্রহণ করেছ বলে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, প্রভুও তেমনি তোমাদের গ্রহণ করুন। কিন্তু যারা তাদের প্রতি সম্মান দেখায়নি, তারা যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ দ্বারা যেন ক্ষমা পেতে পারে।

[২] ত্রোয়াসের ভাইয়েরা তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, এই ত্রোয়াস থেকেই আমি বুর্‌রোরই মধ্য দিয়ে তোমাদের লিখছি, আমাকে সম্মান দেখাবার জন্য যাকে এফেসীয় ও স্মির্নীয়রা প্রেরণ করেছেন। তেমন সম্মান প্রভু যীশুখ্রীষ্টই তাদের ফিরিয়ে দেবেন যাঁর মধ্যে তারা দেহে, প্রাণে, আত্মায়, বিশ্বাসে, ভালবাসায় ও একাত্মতায় আশা রাখে।

আমাদের সাধারণ আশা যিনি, সেই খ্রীষ্টযীশুতে আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ কর।

স্মির্নীয়দের কাছে ইগ্নাসিউসের পত্র

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত,
যে মণ্ডলী পিতা ঈশ্বরের ও প্রিয় [পুত্র] যীশুখ্রীষ্টেরই,
যা যত অনুগ্রহদান-লাভে দয়ার পাত্রী হয়েছে,
যা বিশ্বাস ও ভালবাসায় পরিপূর্ণা ও যত অনুগ্রহদানে ধনবতী,
যা ঈশ্বরের যোগ্য ও পবিত্রতায় উর্বরা,
এশিয়ার স্মির্নায় স্থিত সেই মণ্ডলীর সমীপে :
অনিন্দনীয় আত্মায় ও ঈশ্বরের বাণীতে শুভেচ্ছা।

১। যিনি তোমাদের এতই প্রজ্ঞাবান করে তোলেন, আমাদের ঈশ্বর সেই যীশুখ্রীষ্টকে আমি গৌরবান্বিত করি ; কেননা লক্ষ করেছি, আত্মায় ও দেহে কেমন যেন প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে বিদ্ধ হয়েই তোমরা অবিচল বিশ্বাসে স্থিতমূল ও খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা ভ্রাতৃপ্রেমে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। তোমরা তো এ সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণরূপেই নিশ্চিত যে, আমাদের প্রভু সত্যিই [ক] মাংস অনুসারে দাউদকুলের বংশধর [খ] এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরাক্রমে ঈশ্বরপুত্র ; তিনি সত্যিই কুমারীগর্ভে জন্ম নিলেন, এবং যাতে তাঁর দ্বারা সমস্ত ধর্মময়তা সিদ্ধিলাভ করে সেজন্য যোহন দ্বারা দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন [গ] ;
২ সত্যিই পোন্তিয় পিলাত ও রাজা হেরোদের শাসনকালে আমাদের জন্য মাংসে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ হয়েছিলেন—আর আমরাই তাঁর ফল অর্থাৎ তাঁর ধন্য ও ঐশ যন্ত্রণাভোগের ফল—যাতে করে তাঁর পুনরুত্থান দ্বারা তিনি চিরকালের মত একটা নিশান [ঘ] উচ্চ করে দিতে পারেন ও তাঁর আপন মণ্ডলীর এক-দেহে ইহুদী-বিধর্মী তাঁর সকল পবিত্রজন ও বিশ্বাসীকে সম্মিলিত করতে পারেন।

২। বস্তুত তিনি আমাদের জন্য এসবকিছু সহ্য করলেন যেন আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি ; আর যা যা সহ্য করলেন তা সত্যিই সহ্য করলেন, যেমনটি সত্যিই নিজেকে পুনরুত্থিতও করে তুললেন। তাঁর যন্ত্রণাভোগ অসার অভিনয় মাত্র নয় যেইভাবে বিশ্বাসহীন কেউ কেউ সমর্থন করে (আসলে তারাই অসার অভিনয় মাত্র)। আর তারা যেমনটি ভাবে, তাদের তেমনটিই ঘটবে, অর্থাৎ অপদূতদের মত তারা দেহহীন হয়ে যাবে !

৩। আমি জানি ও বিশ্বাস করি, তাঁর পুনরুত্থানের পর যীশুখ্রীষ্টের দেহ ছিল ; ২ আর

(ক) যে ভ্রান্তমত স্মির্না মণ্ডলীতে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে, সেবিষয়ে টীকা ৬ পৃঃ ৭৪ দ্রঃ। সেজন্য ইগ্নাসিউস যীশুখ্রীষ্টের বাস্তব মানবস্বরূপের উপর যথেষ্ট জোর দেন।
(খ) রো ১:৩।
(গ) মথি ৩:১৫।
(ঘ) ইসা ৫:২৬; ৪৯:২২; ৫২:১০ দ্রঃ।

যখন পিতর ও পিতরের সঙ্গে সম্মিলিত প্রেরিতদূতদের কাছে গিয়েছিলেন তখন বলেছিলেন, 'আমাকে স্পর্শ কর, ছোঁও, আর ভাল করে দেখ যে আমি দেহবিহীন এক আত্মা নই [ক]।'

তাঁরা সাথে সাথে তাঁকে স্পর্শ করে তাঁর মাংস ও আত্মার স্পর্শে বিশ্বাস করেছিলেন। এজন্যই তাঁরা পরে মৃত্যুকে অবজ্ঞা করেছিলেন, এমনকি মৃত্যুর উপরেই বলে নিজেদের প্রমাণিত করেছিলেন। [৩] আর পুনরুত্থানের পর তিনি তাঁদের সঙ্গে খেয়েছিলেন ও পান করেছিলেন [খ] মাংসময় একজন মানুষেরই মত, যদিও আত্মায় ছিলেন পিতার সঙ্গে এক।

৪। প্রিয়জনেরা, এই সমস্ত বিষয়ে তোমাদের সাবধান করি, যদিও আমি জানি তোমরা এক্ষেত্রে স্থিতমূল। মানব বেশধারী জন্তুদেরই বিষয়ে তোমাদের সতর্ক করি, যাদের তোমরা গ্রহণ করবেই না শুধু নয়, সম্ভব হলে যাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও করবে না [গ]। তাদের জন্য শুধু প্রার্থনাই কর যাতে মনপরিবর্তন করে—যদিও তা যথেষ্টই কঠিন ব্যাপার! তথাপি আমাদের জীবন যিনি সেই যীশুখ্রীষ্টের পক্ষে এও সম্ভব।

[২] প্রভু যা কিছু করে এসেছিলেন তা যদি অসার অভিনয় মাত্র, তবে আমার এ শেকলও অভিনয় মাত্র [ঘ]। আর কেনইবা আমি মৃত্যু, খড়্গ, আগুন ও বন্যজন্তুদের কাছে নিজেকে নিবেদন করলাম? কারণ 'খড়্গের কাছে' বলতে ঈশ্বরের কাছেই বোঝায়, 'বন্যজন্তুদের সঙ্গে' বলতে ঈশ্বরের সঙ্গেই বোঝায়। কেবল যীশুখ্রীষ্ট নামের খাতিরেই আমি এসব সহ্য করছি যাতে তাঁর যন্ত্রণাভোগের অংশী হতে পারি; আর তিনিই আমাতে শক্তি যোগান যিনি প্রকৃত মানুষ ছিলেন।

৫। এমন কেউ কেউ আছে যারা অজ্ঞতাবশত তাঁকে অস্বীকার করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারাই তাঁর দ্বারা অস্বীকৃত! কেননা তারা মৃত্যুরই সমর্থক, সত্যের নয়। তারা সেই সকল মানুষ নবীরাও যাদের মন জয় করতে পারেননি, মোশীর বিধানও নয়, এতক্ষণে সুসমাচারও নয়, আমাদের সমস্ত ক্লেশও নয়, যেহেতু খ্রীষ্টের বিষয়ে তাদের যেমন ধারণা, [২] আমাদেরও বিষয়ে তেমন ধারণা।

কেউ আমার স্তুতি করলে তাতে আমার কী লাভ যদি সে আমার প্রভুর নিন্দাই করে একথা অস্বীকার ক'রে যে তিনি মাংসধারী? যে কেউ তেমনটি আচরণ করে, সে তাঁকে সম্পূর্ণরূপেই অস্বীকার করে, আর সে লাশধারী![ঙ] [৩] তেমন লোকদের নাম,

(ক) লুক ২৪:৩৯ দ্রঃ।

(খ) লুক ২৪:৪১-৪৩ দ্রঃ।

(গ) ভ্রান্তমতপন্থী প্রচারকদের বিষয়ে আদিখ্রীষ্টমণ্ডলী খুব কড়া পদক্ষেপ নিত, এমনকি তাদের খ্রীষ্ট-শত্রুও বলত। এক্ষেত্রে ২ যোহন ১০-১১ দ্রঃ।

(ঘ) সে-ই যীশুর প্রকৃত শিষ্য যে তাঁর যন্ত্রণার অংশী হয়। কিন্তু ভ্রান্তমতপন্থীদের শিক্ষা অনুসারে যখন খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ অসার অভিনয় মাত্র, তখন খ্রীষ্টভক্তগণ কেন নির্যাতন-জনিত যত যন্ত্রণা এমনকি সাক্ষ্যমরণও বরন করবে?

(ঙ) এখানে সেই জ্ঞানমার্গপন্থীদেরই কথা বলা হচ্ছে যারা শেষ পর্যায়ে প্রাক্তন সন্ধি অস্বীকার করল।

বিশ্বাসহীন লোকদেরই নাম লিখব বলে ভাল মনে করি না। আমি তাদের কথা উল্লেখ করতেও ইচ্ছা করি না যতদিন না তারা মনপরিবর্তন করে ও সেই যন্ত্রণাভোগে বিশ্বাসী হয় যা আমাদের পুনরুত্থান [ক]।

৬। কেউ যেন প্রবঞ্চিত না হয়! স্বর্গীয় সমস্ত জীব, গৌরবময় যত স্বর্গদূত, দৃশ্য-অদৃশ্য উচ্চশ্রেণীর স্বর্গীয় মাহাত্ম্যসকল, এঁরাও যদি খ্রীষ্টের রক্তে বিশ্বাসী নন এঁরাও দণ্ডিত। যে কেউ বুঝতে পারে সে বুঝুক [খ]। নিজের পদমর্যাদা বিষয়ে কেউই যেন গর্ব না করে, কেননা বিশ্বাস ও ভ্রাতৃপ্রেম এ দু'টোই সব, আর এ দু'টোর আগে কিছুই স্থান পেতে পারে না।

[২] আমাদের কাছে যীশুখ্রীষ্টের যে অনুগ্রহ এসেছে, সেই অনুগ্রহে যারা বিশ্বাস করে না, লক্ষ কর তাদের আচরণ কেমন ঈশ্বরের মনের বিপরীত! ভ্রাতৃপ্রেম বিষয়ে তাদের এটুকু চিন্তাও নেই; বিধবার বিষয়েও নেই, এতিমের বিষয়েও নেই, অত্যাচারিতের বিষয়েও নেই, কারারুদ্ধের বিষয়েও নেই, মুক্তি-পাওয়া মানুষের বিষয়েও নেই, ক্ষুধার্ত কি তৃষ্ণার্তের বিষয়েও নেই [গ]।

৭। তারা ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠান ও প্রার্থনাসভা থেকে নিজেদের দূরে রাখে, কারণ একথা স্বীকার করে না যে, ধন্যবাদ-স্তুতি হল আমাদের ত্রাণকর্তা সেই যীশুখ্রীষ্টের মাংস, যে মাংস আমাদের পাপকর্মের জন্য যন্ত্রণাভোগ করল কিন্তু পিতা নিজের মঙ্গলময়তায় পুনরুত্থিত করে তুললেন। যারা ঈশ্বরের দান অস্বীকার করে, তারা তাদের যুক্তিভরা কথাবার্তায় মৃত্যুবরণ করে। তাদের পক্ষে এ সমীচীন হত যদি তাদের ভ্রাতৃপ্রেম থাকত যাতে পরে পুনরুত্থানেরও অধিকারী হতে পারে।

[২] সুতরাং, তেমন মানুষদের কাছ থেকে তোমাদের দূরে থাকা দরকার, প্রকাশ্যে বা নিজেদের মধ্যে তাদের বিষয়ে কথা বলা থেকেও দূরে থাকা ভাল। নবী ও বিশেষভাবে সুসমাচারকেই নিয়ে ব্যস্ত থাকা বরং সমীচীন, কেননা সুসমাচারেই আমাদের কাছে যন্ত্রণাভোগের কথা প্রকাশিত হয়েছে ও পুনরুত্থান সাধিত হয়েছে। সমস্ত বিভেদ এড়াও: বিভেদই তো যত অনিষ্টের মূল।

৮। যীশুখ্রীষ্ট যেমন পিতাকে অনুসরণ করেন, তোমরা সকলেও তেমনি ধর্মাধ্যক্ষকে অনুসরণ কর, প্রবীণবর্গকেও অনুসরণ কর তাঁরাই যেন প্রেরিতদূত। তাছাড়া, পরিসেবকদেরও সম্মান কর তাঁরাই যেন ঈশ্বরের বিধান। ধর্মাধ্যক্ষকে বাদে কেউই যেন মণ্ডলী সংক্রান্ত কোন কিছুই না করে। কেবল সেই ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠান ধর্মসম্মত বলে গণ্য হোক যেটা ধর্মাধ্যক্ষ দ্বারা কিংবা তাঁরই নিযুক্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা

(ক) জ্ঞানমার্গপন্থীরা যীশুর পুনরুত্থানের কথা অস্বীকার করত।
(খ) মথি ১৯:১২। জ্ঞানমার্গপন্থীরা স্বর্গীয় জীবদের উপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করত।
(গ) বাস্তব পারস্পরিক ভালবাসাই প্রকৃত খ্রীষ্টবিশ্বাসীকে চিহ্নিত করে।

সম্পাদিত। [২] ধর্মাধ্যক্ষ যেইখানে উপস্থিত সেখানে জনগণ উপস্থিত হোক, যেমনটি যেখানে খ্রীষ্ট উপস্থিত সেইখানে সার্বজনীন [ক] মণ্ডলী উপস্থিত। ধর্মাধ্যক্ষকে বাদে দীক্ষাস্নান সম্পাদন করাও বিধেয় নয়, প্রীতিভোজ [খ] উদ্‌যাপন করাও বিধেয় নয়; কিন্তু তিনি যা কিছুতে সম্মতি জানান তা-ই মাত্র ঈশ্বরের গ্রহণীয়। কেবল এ শর্তেই তোমাদের সকল কর্মক্রিয়া নিশ্চিত ও ধর্মসম্মত হবে।

৯। উপরন্তু, যতক্ষণ ঈশ্বরের প্রতি মনপরিবর্তন করতে পারি, আত্মসংযমের কাছে ফিরে আসা আমাদের পক্ষে যুক্তিকর। ঈশ্বরেই শুধু নয়, ধর্মাধ্যক্ষেও চোখ নিবদ্ধ রাখা সমীচীন। যে কেউ ধর্মাধ্যক্ষকে সম্মান করে সে ঈশ্বরের সম্মানের পাত্র; যে কেউ ধর্মাধ্যক্ষের অজানতে কাজ করে সে শয়তানেরই সেবা করে।

[২] অনুগ্রহ সমস্ত মঙ্গলদানে তোমাদের পরিপূর্ণ করুক, কেননা তোমরা যোগ্য। তোমরা সমস্ত বিষয়েই আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছ, যীশুখ্রীষ্টও তেমনি তোমাদের সান্ত্বনা দেবেন। আমি অনুপস্থিত থাকাকালে ও উপস্থিত থাকাকালে তোমরা আমাকে তোমাদের ভালবাসার প্রমাণ দিয়েছ। তোমাদের প্রতিদান দিন সেই ঈশ্বর যাঁর কাছে তোমরা সমস্ত ক্লেশ সহ্য করায়ই গিয়ে পৌঁছবে।

১০। যে ফিলো ও রেউস আগাথোপদ ঈশ্বরের প্রেমের খাতিরে আমাকে অনুসরণ করে, খ্রীষ্টের সেবকরূপে তাদের গ্রহণ করায় তোমরা ভালই করেছ। তাদের সবধরনের সান্ত্বনা দিয়েছ বলে তারাও প্রভুকে ধন্যবাদ জানায়। তোমাদের পক্ষে, কিছুই নষ্ট হবে না। [২] তোমাদের জন্য বলিস্বরূপ হল আমার প্রাণ আর আমার এই শেকল যা তোমরা অবজ্ঞা করনি ও যার বিষয়ে লজ্জাবোধ করনি। তাই তোমাদেরও বিষয়ে তিনি লজ্জাবোধ করবেন না যিনি সিদ্ধ বিশ্বস্ততাস্বরূপ: তিনি যীশুখ্রীষ্ট।

১১। তোমাদের প্রার্থনা সিরিয়ায় স্থিত আন্তিওখিয়া মণ্ডলীর কাছে এসে পৌঁছল। সেইখান থেকে ঈশ্বরের চোখে মূল্যবান এই শেকলে আবদ্ধ হয়ে আমি আসছি, আর সেই মণ্ডলীর অযোগ্য সদস্য হয়েও ও সকলের চেয়ে নূনতম হয়েও তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি; তথাপি ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাকে যোগ্য বলে গণ্য করা হল—যা বিষয়ে আমি সচেতন নই তেমন বিশেষ কোন কর্মের ফলে নয়, বরং শুধু ঈশ্বরেরই সেই অনুগ্রহ গুণে যা, আশা রাখি, আমাকে পরিপূর্ণভাবেই দেওয়া হবে—হ্যাঁ আমাকে

(ক) খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যে এইখানে প্রথমবারের মত 'সার্বজনীন' শব্দ ব্যবহৃত হয়: প্রকৃত খ্রীষ্টমণ্ডলী হল সেই সকল স্থানীয় মণ্ডলীর সংযোগ যেগুলো ঐক্যে জীবনযাপন করে।

(খ) 'প্রীতিভোজ' ছিল আদি খ্রীষ্টভক্তদের এক বিশেষ ভোজ। আদিকালে তেমন ভোজ প্রভুর ভোজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র এক ভোজ হল। যেহেতু ইগ্নাসিউস প্রভুর ভোজের (ধন্যবাদ-স্তুতির) কথা ভিন্ন এক স্থানে উল্লেখ করেন, সেজন্য অনুমান করতে পারি যে, এই বচনে উল্লিখিত প্রীতিভোজ তেমন স্বতন্ত্র ভোজের দিকেই অঙুলি নির্দেশ করে।

যোগ্য বলে গণ্য করা হল যাতে তোমাদের প্রার্থনার সাহায্যে ঈশ্বরের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারি।

[২] আর যাতে তোমাদের সমস্ত কাজ যেমনটি মর্তে তেমনি স্বর্গেও সিদ্ধতামণ্ডিত হয়, এজন্য এ সমীচীন হবে যে, ঈশ্বরের গৌরবার্থে তোমাদের মণ্ডলী এমন দূত মনোনীত করুক যে সিরিয়ায় গিয়ে সেই ভাইদের কাছে শুভেচ্ছা জানাবে, কারণ তারা অবশেষে শান্তিভোগ করে, তাদের প্রাচীন মহত্ত্ব পুনরায় অর্জন করল, ও তাদের ক্ষুদ্র দেহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল।

[৩] তাই আমার কাছে এ প্রশংসনীয় বলে মনে হল যে, তোমাদের কাউকে একটা পত্র নিয়ে সেখানে পাঠানো হোক যাতে তারা যে ঈশ্বরের শান্তি লাভ করেছে ও তোমাদের প্রার্থনার সাহায্যে একটা বন্দরে গিয়ে পৌঁছেছে এবিষয়ে তাদের অভিনন্দন জানায়। তোমরা সিদ্ধতামণ্ডিত: তোমাদের যত সঙ্কল্পও সিদ্ধতামণ্ডিত হোক। তোমরা শুভকর্ম সাধন করতে ইচ্ছা করলে ঈশ্বর তোমাদের সহায়তা করতে প্রস্তুত।

১২। ত্রোয়াসের ভাইয়েরা তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানায়। এই ত্রোয়াস থেকেই আমি বুর্‌রোরই মধ্য দিয়ে তোমাদের লিখছি যাকে তোমাদের ভাই সেই এফেসীয়দের সঙ্গে তোমরা আমার যাত্রার সঙ্গী হবার জন্য পাঠিয়েছ। সে আমাকে মহৎ সান্ত্বনা দিয়েছে; আহা যদি সকলে তার অনুকারী হত, কেননা সে ঈশ্বরের সেবায় সত্যিই আদর্শবান। ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাকে পরিপূর্ণভাবেই প্রতিদান দেবে।

[২] যীশুখ্রীষ্টের নামে, তাঁর মাংস ও রক্তে, তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও তাঁর দৈহিক ও আত্মিক পুনরুত্থানে আমি তোমাদের পবিত্র ধর্মাধ্যক্ষকে, সম্মানীয় প্রবীণবর্গকে, পরিসেবকদের, বন্দিদশায় আমার সঙ্গীদের এক একজন করে ও সকলকেই মিলে ঈশ্বরের ও তোমাদেরও সংযোগে শুভেচ্ছা জানাই। অনুগ্রহ, দয়া, শান্তি ও সহিষ্ণুতা তোমাদের মধ্যে বিরাজ করুক চিরকাল।

১৩। আমার ভাইদের বাড়ির সকলকে শুভেচ্ছা জানাই, তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরও শুভেচ্ছা জানাই; বিধবা [ক] বলে অভিহিতা চিরকুমারীদেরও শুভেচ্ছা জানাই।

পিতার পরাক্রমগুণে বলবান হও। আমার সঙ্গী ফিলো তোমাদের শুভেচ্ছা জানায়।
[২] তাভিয়ার বাড়িকে শুভেচ্ছা জানাই: প্রার্থনা করি সে যেন বিশ্বাসে ও দৈহিক ও আত্মিক দয়াকর্ম সাধনে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকে।

আমার প্রিয়তমা আল্কেকে শুভেচ্ছা, অতুল্য দাফনুস ও এউতেক্‌নুসকেও শুভেচ্ছা, এক একজন করে সকলকেই শুভেচ্ছা।

(ক) এতে অনুমান করতে পারি, 'বিধবা' নামটি বিশিষ্ট এক দলের সদস্যাদেরই লক্ষ করে।

পলিকার্পের কাছে ইগ্নাসিউসের পত্র

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত,
পলিকার্পের কাছে যিনি স্মির্না-নিবাসীদের মন্ডলীর ধর্মাধ্যক্ষ
—পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশুখ্রীষ্টই বরং যার ধর্মাধ্যক্ষ—
সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

১। অবিচল শৈলের উপরেই যেন স্থাপিত আপনার ধর্মভাবের কথা মেনে নিয়ে আপনার পুণ্যময় শ্রীমুখের দর্শন পেতে পেরেছি বিধায় আমি অতিশয় গৌরব বোধ করি—আহা, তেমন দর্শনে আমি যদি ঈশ্বরে নিত্য আনন্দ পেতে পারতাম! [২] যে অনুগ্রহে আপনি পরিবৃত, সেই অনুগ্রহের খাতিরে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, দৌড়ে আপনার গতি বৃদ্ধি করুন; সকলকেও অনুরোধ করুন, তারা যেন পরিত্রাণ পায়। দেহ ও আত্মা, উভয় দিক দিয়ে যত্নবান হয়ে আপনার পদমর্যাদার যোগ্য হোন। ঐক্যের দিকে যত্নশীল হোন, কারণ এমন কিছু নেই যা এর চেয়ে মূল্যবান। প্রভু যেমন আপনাকে বহন করেন, আপনি তেমনি সকলের ভার বহন করুন; সকলের প্রতি ভালবাসা ও ধৈর্য দেখান, যেমনটি করে যাচ্ছেন। [৩] অবিরত প্রার্থনায় তৎপর হোন; আপনার বর্তমান সুবুদ্ধির চেয়ে গভীরতর সুবুদ্ধি যাচনা করুন; আত্মা অনিদ্রা অবস্থায় রেখে সজাগ থাকুন। ঈশ্বরের পদ্ধতি অনুসারে, আপনিও ব্যক্তিগত ভাবেই সকলের সঙ্গে কথা বলুন। খাঁটি প্রতিযোগীর মত সকলের অসুস্থতা বহন করুন [ক]। যেখানে পরিশ্রম বেশি, সেখানে পুরস্কার মহত্তর।

২। ভাল শিষ্যদের ভালবাসলে আপনার পুণ্যফল হয় না; যারা বেশি উচ্ছৃঙ্খল, তাদেরই বরং আপনার কোমলতা দ্বারা জয় করুন: সকল ঘা একই চিকিৎসায় নিরাময় হয় এমন নয়। তীব্রতর যত উত্তেজনা কোমলভাব প্রয়োগেই প্রশমিত করুন। [২] সবকিছুতে সাপের মত সতর্ক হোন, ও সবসময় কপোতের মত সরল হোন [খ]।

আপনি এজন্যই দেহ ও আত্মায় গড়া, যেন দৃশ্যগত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সুবুদ্ধি দেখাতে পারেন, ও প্রার্থনা করতে পারেন যেন অদৃশ্য বিষয়বস্তু আপনার কাছে প্রকাশিত হয়, এভাবে যেন আপনার কোন অভাব না হয় ও আপনার বেলায় সমস্ত অনুগ্রহদান উপচে পড়ে।

(ক) মথি ৮:১৭।
(খ) মথি ১০:১৬।

[৩] জাহাজের চালকের পক্ষে যেমন বাতাস দরকার, ও ঝড়ে আলোড়িত নাবিক বন্দরের আকাঙ্ক্ষা করে, তেমনি বর্তমান পরিস্থিতি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে আপনাকে আহ্বান করে। ঈশ্বরের প্রতিযোগীর মত সংযমী হোন: অমরত্ব ও অনন্ত জীবনই তো পুরস্কার—একথা আপনি ভালই জানেন। সবকিছুতে আমি আপনার জন্য নিজেকে নিবেদন করি, আমার এই শেকলও নিবেদন করি যা আপনি ভালবেসেছেন।

৩। যাদের বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় অথচ ভ্রান্তমত শেখায়, তারা যেন আপনাকে উল্টিয়ে না ফেলে। আঘাতগ্রস্ত নিহাইয়ের মত স্থিতমূল থাকুন। আঘাতগ্রস্ত হয়েও বিজয় লাভ করাই তো মহাযোদ্ধার চিহ্ন। কিন্তু ঈশ্বরের খাতিরেই বিশেষভাবে আমাদের সবকিছু সহ্য করা দরকার, তিনিও যেন আমাদের সহ্য করেন। [২] আপনার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি করুন। উপযুক্ত কাল লক্ষ করুন; যিনি কাল ও সময়ের অতীত, যিনি অদৃশ্য হয়ে আমাদের খাতিরে দৃশ্যমান হলেন, যিনি স্পর্শ ও যন্ত্রণার অতীত হয়ে আমাদের খাতিরে যন্ত্রণা গ্রহণ করে নিলেন, যিনি আমাদের খাতিরে সবদিক দিয়েই সহনশীল হলেন, আপনি তাঁর অপেক্ষায় থাকুন।

৪। বিধবা যেন অবহেলিত না হয়; প্রভুর পরে আপনিই হোন তাদের প্রতিপালক। আপনার অনুমোদন ছাড়া কিছুই যেন না করা হয়, ঈশ্বরকে ছাড়া আপনিও কিছু করবেন না—আপনার ব্যবহার আপাতত ঠিক তাই; স্থৈর্য্যশীল হোন। [২] ধর্মসভার সংখ্যার বৃদ্ধি হোক। ব্যক্তিগত ভাবেই সকলকে আমন্ত্রণ করুন।

[৩] ক্রীতদাস-দাসীর প্রতি গর্বোদ্ধত হবেন না, তারাও কিন্তু যেন গর্বে স্ফীত না হয়, বরং ঈশ্বরের গৌরবার্থে নিজেদের সেবা আরও তৎপর হয়ে করে যায়, যাতে ঈশ্বরের কাছ থেকে শ্রেয়তর মুক্তি লাভ করতে পারে। তারা যেন জনসাধারণের খরচেই মুক্তি পাবার ইচ্ছা না পোষণ করে, তারা যেন লালসার দাস না হয়।

৫। কুসংস্কার থেকে পালিয়ে যান, বরং তার বিরুদ্ধে প্রচার করুন।

আমার ভগিনীদের বলুন, তারা যেন প্রভুকে ভালবাসে, এবং দেহে ও আত্মায় তাদের স্বামীদের নিয়ে খুশি থাকে। একই প্রকারে যীশুখ্রীষ্টের নামে আমার ভাইদের অনুরোধ করুন, *তারা যেন নিজেদের স্ত্রীকে ঠিক তেমনই ভালবাসে, প্রভুও যেমন মণ্ডলীকে ভালবাসলেন* [ক]।

[২] কোন ব্যক্তি যদি প্রভুর মাংসের সম্মানার্থে কৌমার্য পালন করতে পারে, সে বিনম্র থাকুক; গর্ব করলে তার বিলোপ ঘটবে; আর যদি মনে করে, সে ধর্মাধ্যক্ষের ঊর্ধ্বে [খ], তাহলে নিজেকে ধ্বংস করে। তবু এ উচিত যে, যে নর-নারী বিবাহ করে,

(ক) এফে ৫:২৫-২৯।
(খ) অবশ্যই, একথা তখনই প্রযোজ্য যখন ধর্মাধ্যক্ষ বিবাহিত (স্মরণযোগ্য যে, সেইকালে বিশপ, পুরোহিত ও পরিসেবকগণ সাধারণত বিবাহিত ব্যক্তি ছিলেন)।

তারা যেন ধর্মাধ্যক্ষের অনুমোদন ক্রমে মিলন-বন্ধনটা জারি করে [ক], যেন তাদের বিবাহ প্রভু অনুসারে হয়, দেহলালসা অনুসারে নয়।

সবকিছু যেন ঈশ্বরের সম্মানার্থেই করা হয়।

৬। তোমরা ধর্মাধ্যক্ষের কথা শোন, যাতে ঈশ্বরও তোমাদের কথা শোনেন।

যারা ধর্মাধ্যক্ষ, প্রবীণ ও পরিসেবকদের অধীনে থাকে, আমি তাদের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আহা, আমি যদি তাঁদের সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারতাম! ঈশ্বরের গৃহস্বামী, তাঁর সহযোগী ও সেবকের মত সবাই মিলে আপনারা পরিশ্রম করুন, মিলে সংগ্রাম করুন, মিলে দৌড়তে থাকুন, মিলে কষ্টভোগ করুন, মিলে বিশ্রাম করুন, মিলে জেগে উঠুন।

২ তাঁরই গ্রহণযোগ্য হোন, যাঁর সেনাদলে [খ] সংগ্রাম করেন ও যাঁর কাছ থেকে মজুরি পান—আপনাদের কেউই যেন পলাতক না হন। আপনাদের দীক্ষাস্নান হয়ে থাকুক আপনাদের অস্ত্রস্বরূপ, আপনাদের বিশ্বাস হোক শিরস্ত্রাণ, আপনাদের ভালবাসা বর্শা, আপনাদের সহিষ্ণুতা রণসজ্জা। আপনাদের কাজকর্ম হোক আপনাদের সঞ্চয়, আপনারা যেন অর্জিত মজুরি পেতে পারেন [গ]। কোমলতার আশ্রয়ে একে অপরের প্রতি ধৈর্যশীল হোন যেমনটি ঈশ্বর আপনাদের প্রতি ধৈর্যশীল। আমি যেন আপনাদের সাহচর্য সর্বদাই ভোগ করতে পারি।

৭। যেহেতু আমাকে বলা হয়েছে, আপনাদের প্রার্থনার পুণ্যফলে সিরিয়ায় আন্তিওখিয়া-মণ্ডলী শান্তি ভোগ করছে, সেজন্য আমি নিজেও নিজেকে অধিক নিশ্চিন্ত ও ঈশ্বরে সমর্পিত বলে মনে করছি—আমার বাসনা, আমার দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছব যেন পুনরুত্থানে আপনাদের শিষ্য বলে পরিগণিত হতে পারি।

২ হে ঈশ্বরধন্য পলিকার্প, একটা ধর্মসভা আহ্বান করে আপনাদের কাছে অধিক প্রিয় ও তৎপর এমন একজনকে আপনাদের মনোনীত করা উচিত, যাকে ঐশদূত বলে ডাকা যেতে পারে। তার কাজ হবে, সিরিয়ায় গিয়ে ঈশ্বরের গৌরবার্থে আপনাদের অক্লান্তিকর ভালবাসার গৌরব প্রচার করা। ৩ একজন খ্রীষ্টান নিজের প্রভু নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত—আপনারা এ কাজ সম্পন্ন করলে, তা হবে ঈশ্বরের ও আপনাদেরও কাজ। কেননা ঐশঅনুগ্রহে আমার বিশ্বাস আছে, ঈশ্বরের সম্মানার্থে যত শুভকাজে আপনারা তৎপর হবেন। সত্যের প্রতি আপনাদের সদাগ্রহের কথা জানি বিধায় আমি সংক্ষিপ্তই একটা পত্রের মধ্য দিয়ে আপনাদের আবেদন জানিয়েছি।

(ক) খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যে এইখানে প্রথমবার বিবাহ-অনুষ্ঠানের কথা উল্লিখিত।

(খ) ২ তিমথি ২:৪ দ্রঃ।

(গ) সেকালে সৈন্যেরা মজুরি সৈন্যদলের কোষাগারে জমা দিয়ে সৈন্যসেবা-শেষে গচ্ছিত ধন গ্রহণ করে নিত।

৮। আদেশ অনুসারে ত্রোয়াস থেকে নেয়াপলিস অভিমুখে আমার সহসাই রওনা হওয়ায় যেহেতু সকল মণ্ডলীর কাছে লিখতে পারিনি, সেজন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা জানেন বিধায় আপনিই প্রাচ্য মণ্ডলীগুলির কাছে লিখুন, তারাও যেন এ শুভকাজ করতে পারে। যেগুলোর পক্ষে সম্ভব, সেই মণ্ডলীগুলি দূত প্রেরণ করুক; অন্যান্য মণ্ডলীগুলি কিন্তু যেন আপনার প্রেরিতজনদের মাধ্যমেই পত্র পাঠায়; তবে আপনাদের চিরস্থায়ী গৌরব হবে—আপনি যে সত্যিই গৌরবের যোগ্য।

২ আমি প্রত্যেকজনের কাছে, বিশেষভাবে এপিত্রপসের বিধবা, তাঁর বাড়ি ও সন্তানদের কাছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমার প্রিয় আত্তালসের কাছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যে সিরিয়ায় যেতে নিযুক্ত হবে, তার কাছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি: ঐশঅনুগ্রহ তার নিত্যসহায় হোক, ও যিনি তাকে প্রেরণ করছেন, সেই পলিকার্পেরও নিত্যসহায় হোক।

৩ আপনাদের কাছে আমাদের ঈশ্বর সেই যীশুখ্রীষ্টে নিত্য সমৃদ্ধি কামনা করি: আপনারা ঈশ্বরের একতা ও প্রতিপালনে সেই খ্রীষ্টে থাকুন।

আমি আল্কেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, আমার কাছে তার নাম খুবই প্রিয়।

প্রভুতে আপনাদের সমৃদ্ধি হোক।